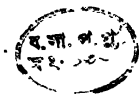


ত্রিভাষা:

রামনবমী নাটক ।



শ্রী গুণাভিরাম শাস্ত্রী

২৪ ৩৪

প্রণীত ।

কলিকাতা ।

দাস এণ্ড সন্স যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ।

নং ২০, হরমন্ডালের লেন, ওয়েলিংটনসীট

১৮৭০ খঃ অব্দ ।

জিঞ্জিলা:

ভূমিকা ।

ইংরাজী ১৮৫৭ সনত মঘ যেতিয়া কলিকাতার পরা আপোন নাট ভূমিটল আহৌ, বাটত এই রূমনবমী নাটক থামি বচনা কবিছিলোঁ । "পাছত" সময়ে সময়ে অকণোদয় সম্বাদ পত্রত ই মুদ্রিত হইছিল । মঘ ইয়াব সেই পর্য্যন্তই সীমা বুলি স্থির করিছিলোঁ ।

মোর প্রিয় পত্নী জিমতী ব্রজশূন্দরী দেবীর এই ইচ্ছা লাইল নে, রামনবমী পুথির আকাবেরে ওলাব । সেই দেশি যোক বাবস্কার অনুগোপ কবে । কিন্তু মঘ সেই কথাটল তেতিয়া কান নকবিলোঁ । ইংরাজী ১৮৬৭ সনত যেতিয়া রাজ-কার্য উঠলক্ষ্যে নগাঁওর পরা ধুবুরীটল আহৌ তেতিয়া ইয়াক ছাপিবটল মন করিছিলোঁ । কি ইশ্বর ইচ্ছা ! মোর পত্নী সেই সময়তে মৃত্যু হল । নানা কারণত থাকি সেই প্রিয় অনুরোধ ইমান দিনলৈ গালিবটল নোয়ারিছিলোঁ । এতিয়া ইয়াক মুদ্রা যন্ত্রটল পঠালোঁ । চুর্ভাগ্যর বিষয় এই যে, যি অম ইয়াক দেখি সন্তোষ পালে হেঁতেন সেই জন মোর ওচরত নাই ! তথাপি ভরসা করেঁ । আশাবাদ "দেশর" লোক সকল ইয়াক পঢ়িব । সেই হলেই মঘ চরিতার্থতা লাভ করিম ।

অকণোদয়ত যেনে ছাপা হইছিল এঁতিখা তাতকি অলপ লর চর হইছে । আক আমি যেনে ভাষারে সদায় কথা

বার্তা কঁওঁ তাকেহে ইয়াত ব্যবহার করা গইছে । এই ঘটনাটি
গুৱাহাটীতে ঘটিছে এনে অনুমান কৰিব লাগে ।

পৰিশেষত কৃতজ্ঞতাৰে স্বীকাৰ কৰে যে আমাৰ প্ৰিয়বন্ধু
শ্ৰীযুক্ত বাবু মাণবচন্দ্ৰ বৰদলই মহাশয়ে এই গ্ৰামনবমী ছাপাৰ
বিষয়ে বিস্তৰ সাহায্য কৰিছে । তেঁওৰ সহায়তাৰ নিমিত্তেহে
বিদেশত গ্ৰামনবমী মুদ্ৰিত হব পাৰিলে । ইতি ।

গুৱাহাটীত ।

আষাঢ় ১৭৯২ ।

}

শ্ৰীগুণাভিৰাম শৰ্মা ।



রামনবমী নাটক ।

এই পুথিতে লেখা লোক সকলের নাম ।

পুরুষ ।

রাম অথবা রামচন্দ্র...নাথক ।
 হরনাথ.. ডেওর পিতা ।
 দেবদত্ত } ডেওর প্রতিবাসী
 রজন্যাথ }
 শিবকান্ত...নাথিকার পিতা ।
 কামদেব'... .. নাথকর বন্ধু ।
 নারায়ণ } শিবকান্তর প্রতিবাসী ।
 ধর্ম্মনাথ }
 মঙ্গলু ..শিবকান্তর গোলাম ।
 নিগদতি . হরনাথর গোলাম ।
 কুলনাথ.....পুজারী ব্রাহ্মণ ।
 মহাজন ।
 খাটনিয়ার ।
 পাঁচনি, আলধরা ইত্যাদি
 ভকত, এবং সমতিব্যাহারী
 ব্যক্তিগণ ।
 সাজতোলা ।
 রঘু ডোম ।
 দডো }
 সিহরাম } পঁরগণীরা বান্ধুহ ।

স্ত্রী ।

নবমী নারিক ।
 অন্নস্তী } ...নারিকার সখী ।
 উর্ম্মনী }
 ফুলেশ্বরী...নারিকার মাতা ।
 শিবা নারায়ণর স্ত্রী ।
 হরিপ্রিয়া নাথিকার
 প্রতিবাসী ।
 সোণাফুলী নারিকার
 সহচরী (বেটী) ।
 গেলনী...নাথিকার ধাত্রী
 (তোলসীরা বেটী) ।
 জীকাফুলী ... অন্নস্তীর বেটী ।
 চোরালী ।
 সরস্বতী বেজিনী ।
 রহমতী ডয়ুনী ।
 শিবকান্তর গৃহ পরিজন ।
 হরনাথর গৃহপরিজন ।

রামনবমী নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দর্শন ।

ন বাঘন বাটা

নারায়ণ আক ধর্ম্মনাথর প্রবেশ ।

নারায়ণ । শুনিছেন ? দ্বন্দ্বভক্ত ।

ধর্ম্মনাথ । কি ?

নারায়ণ । কালি রাতি অম্বাপকব জীএক কাল, বোলে, তেও
হুতু কালি গদুলী বাবিল বোষাত শিবকান্ত ইতব বেটা
পেলনীক লগ পাইছিল, তাতে তাই কলে সে শিবকান্তব
নবমী বোলা জীএক জনির গিবিক মৃত্যু হল ।

ধর্ম্ম । সিইতেনো কেমেক শুনিলে ? তবপরা মানুহ আহি-
ছিলনে কি ?

নারায়ণ । শিবকান্ত গজাভীবক পবা আছোতে জোয়াইএকর
ঘরত সোমাইছিল । সেই দিনাই হুতু জোয়াইএক
অহনীত পবি মরিল ।

ধর্ম্ম । অস ! অস ! বর শোকব কথা ! সেই চোমালী-
টীত বাজে শিবকান্তব আক লবা চোমালী এটীও
নাই । তাইএ যদি ভালে থাকিল হেতেন তেও

- ভেঁও বুয়াকালত মুখে থাকিল হেঁতেল । সিও গল
 য়ার হয় তার এনেছে, হয় । উস ! হরি ! হরি !
 ম'রা । এস ! তাব তেন দশা হবই পাব ! ময় তেতিয়াই
 ' ঝুও এনে কথা মকবিবা ! আমাব হাক নুশুনিলে ।
 কি কবাবে নেওছে এতিয়ার কালর মানুহর কথা ।
 ধর্ম । কি ? তুমি কি কইছা, হবিত্তকত ? তাক তুমি
 আর হবিএছে বুজিলে । আমার বুঝিবর
 সাধা মহল ।
 নাবা । ময় কলোঁ কি ? গেতিয়া শিবকাস্তুর সেই চোখালী-
 টব হামকরণ কবে তেতিয়া ময় কইছিলোঁ যে তিথী
 নামে নাম রাখিব নেপায়, বাগিলে বাঁবি হয় তাতে
 সি কলে বোলে তাব ঘইনিএকে জুন্নু সমাজিকত
 সেইনামটী পাইছে সেই নামেই ভাল । এতিয়া
 কেনে । আমার চাক নুশুন । হবিত্তকত, তুমি
 বঁহা । ময় দুজ শোচ কবি আহোঁ ।

[ইতি প্রস্থান ।

- ধর্ম । (মনে মনে) কেনে দেখোঁম । তার জোঁসাইএক
 মবেই আকোঁ কেনে বচন বোলে । ইএ সহিতে তাব
 কিবা আছে হবলা ? তেনে মহলে এনে কথা কি
 কব ? যি হওক শিবকাস্তুর ঘরলৈ যাও । তীর্থর
 পরা আহিছে সাক্ষাৎ করাও হব । বুজ লোয়াও
 হব । (স্পষ্টকৈ) হবিত্তকত ময় এতিয়া বিদাম
 হলোঁ আবেলিকৈ আকোঁ আহিম ।

নেপথ্যর পরা—যারসে, বাক ।

[ধর্মনাথর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দর্শন ।

শিবকাস্তব বাজী ।

ফুলেশ্বরী, পেলনী এবং অন্যান্য গৃহ

পরিজনর প্রবেশ ।

ফুলেশ্বরী । (কান্দি কান্দি) হাঁ গোঁসাই, এনেছে কঁপালত
আছিল ! হাঁ গোঁসাই ! অ-মোর-আইটী-ওঁ !
যয তোক কেনেকৈ চাই থাকিম ওঁ ! অ-মোর সো-
নাই ওঁ (ক্রন্দন) . . .

পেলনী । আই ! উঠক ! কান্দিলে আর কি হব ? আমার
কঁপালত যি আছিল সেই হল । অ ! মোর সোনাই
তোঁকনো এই গাভরু কালত খারুখনি নিগিজ্জা দেখি
• কেনেকৈই জীম ওঁ ! অ ! মোর আইটী ওঁ ?

(গৃহপরিজন সমস্তরে ক্রন্দন)

শিবকাস্তব প্রবেশ ।

শিবকাস্ত । আইটীর মাক ! কিয়নো এনে বিয়াকুল হলো ?
আর বিয়াকুল হলেনো কি হব ? নেকান্দিবা ।
নেকান্দিবা । শোক এবি এতিয়া যাতে জাতি কুল
লাজ কায রয় তালৈ মন করা । পিছত যাব যি
কঁপালত আছে সেই হব । . .

ফুলে । অ ! মোর আইটী ওঁ এনে যার • বাপের
• তোর কঁপালত পাইছিলি ওঁ ! তোক জনমাই
আমি একো সুখ দিব নোয়ারিলোঁ । অ ! মোর
আইটী ওঁ !

শিব । আইটীর মাক ! মোরে শপত নেকান্দিবা । কান্দি-
লেনো কঁপালর' লেখা খণ্ডাব পারিবানে ? যদি
পারা তেন্তে এবচর কান্দা । যদিহে নোয়ারা
• তেন্তে কান্দিনো শরীলটোক ছুঃখ দিবব কি সকাম ?

ফুলে । অ ! মোর সোনাই ঐ ! (স্বামির প্রতি) হয় !
এখেববাকি ? এখত গজা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, করি
ফুরক, ঘরত থকা কেইটা দিনো ইঘর সিঘবটেক
খেদাওক ময় জলা জুই কুবা আগত লই পুরি মরো ।
(এই বু-ং হিয়া তুকুয়াই কান্দিবলৈ থবিলে)

শিব । কোন আহ ইকু ধব । ম নুহ জনি একেবাবে বিয়া-
কুল হইছে, • ভিতবলৈ নে । (ফুলেখবক সকলোযে
গরাখবিকৈ ভিতবলৈ মিলে) (পেলনী ব্যতিবেকে
সকলরে প্রস্থান)

পেলনী । (মনে মনে) অস ! গোসাঁই ! আমার কঁপালত
কনা বিধতাই ইয়াকেহে লেখিছিল । আপোনাং
লরা চোসালী একো নাইএং । শিরিইতর এই
জনিকে তুলিতালি ডান্ধব করিলে', এইর মুখ চাই
এইর লগতে দিন খেদাম । তাকো দেখরে বঞ্চিলে ।
আয়াব আঠ আঙ্গুলীয়া কঁপালত কনা বিধতাই
ইয়াকেহে লেখিলে । অস ! হরি ! হরি !
গোসাঁই ।

হরিপ্রিয়ার প্রবেশ ।

হরিপ্রিয়া । আই কিহল কিযনো কান্দিছ ?

পেলনী । আমার কথা আর কি শোনা আই ! এতিয়া
আমার মরিলেই ভাল ।

হবি । এ ! আই ! কি কম ! আমার কিবা কবিবর সক্তি
আছেনে ?

পেলনী । দুঃখের কথা কি কম ! আই ! সিদ্দিকা খোম চো-
রালী জন্মিব নোয়াই তোলনী হল । ময়েই সেই
কাল শত্রুর দরত জন্মি দি আছিলোঁ । এতিয়াহে
এনে হবলৈ পালে । এটা লরা চোয়ালী এরি যদি
তাব তেনে হল হেঁতেম—নিও নহল । কাউনি খোবা
গণকে দেখোঁ পাজী পুখী চাই কলে বোলৈ মবনীয়ে
• স্মৃতগা যোগ পাইছে ।

হবি । এতিয়াব গণকে মুঠে খাবহে জানে । গণিব পিটিব
নোয়ারে । এই দবে কঁকি কুঁকার্টে পেট প্রবর্তাই
থাকে মাখোম । তাল চোয়ালী জন্মি, দেহি ! কেনে
অবস্থা হল । এতিয়া জেনেহে দিম কাল হইছে
তালে থকাই বর কঠিন ।

পেলনী । আশীর্বাদ কবা আই ! তালে থাওক ।

শিবীর প্রবেশ ।

পেলনী । (মনে মনে) মর ! এই জন্মিবা কেলেই আহিছে ?
কার কত কি হল, কার কত কি নহল এই বিলাক
বুজ লবুলৈ আরু মন্দ করিবলৈ আহিছেনে কি ? ।

শিবা । হের ! পেলনী ! সিদ্দিকা খোমরে পেবা কেই বেলি
ভোর এখেলৈ আছোঁ । তোক লগকে দেপাঁও ।
পযসা কেইটা দিব লগা আছিল যে কি কুরিলি ?

পেলনী । বাক ! আই ! দেখিছাই গিরিইতর এই বিপত্তি
' হইছে । কেই দিম মান থাকা পিছে পযসা পাবা ।
তোমার পযসা কেইটা লই 'আমি হেরাই পলাই
মেযাঁও ।

রামনবনী নাটক ।

শিবা । তোরে দেখে বর বর কথা । মধ আকৌ ভালক
এতি সুখিলেঁ তাঁই আকৌ বর বর মাত মাত ।
কটারজী বেটা ! বান্দী ! বর সাহ পাই গলিনে ?

হরি । 'খাকা ! আজি একো বুলিব মেলাগে । গিছে যি
হব হব । আঁহা ! বাই ! সঁজ লাগিল । ঘরটল
যাঁও লগা চোখলীয়ে কান্দিব ।

শিবা । তোর লগা চোখলী আছে কান্দিব । তব যা !
মধ এতিয়া 'না' যাঁও । এবেলি ইঘর সিঘর ঠেক
ফুবি আহৌগই ।

[শিবার প্রস্থান ।

গেলুমী । এই জনির সঁজ লাগিলেহে ফুরিবর সময় হব ।
জানো আই ! এইর কথা সকলো জানো !

হরি । এরি গেলোয়া আই ! যি যিমানটল নামে, সি.সিমা-
নটল তিতিব ।

[ইতি নিষ্কান্তঃ ।

তৃতীয় দর্শন ।

কামদেবর বাগী ।

কামদেব আৰু রামচন্দ্রব প্রবেশ ।

কামদেব । বন্ধো ! আঁহা ! এই খিনি দিন তোমাক এনেদেখি
মন বর ভাবনাও আছিল । আজি হে আনন্দ !

রামচন্দ্র । বন্ধো ! ইমান দিন মোবাইঅকর দ্ববত সকলো সুখ

পাইছিলোঁ । কিন্তু তোমাত বাজে অইন কোম লগ
সমরিয়া সকলব কাকত নেনপার বর ভাবনা করিছিলোঁ ।
ময় যে এঁও বিলাকটল কাকত লেখিছিলোঁ এঁও
বিলাকে পাইছিল নে ।

কাম । মোব কেই খন হলে পাইছিলোঁ । এতিয়া ডাকত
বসীদ নাই । নাপাঁও বুলিলেই হল । নকবাছে
বন্ধো ! ইয়ার মানুহ বিলাকে দুবদেশর বন্ধুয়ে
সইতে কেনেকৈ শ্রীতি রাখিব লাগে নেকানে ।

• কাকত নেলখে মিচাই কব লেখিছে । মুখতছে
ককাই ! ভিতরটল যোবা যদি • “ একো নাই
বুপাই । ” • •

রাম । তাকেতো বন্ধো ! ময় মনত বর বেজার পাইছে ।

কাম । সি কথা এবি পেলোয়া ! কেই দিন মান তোমান
সইতে থাকি মনব ছাবিলাব পলুয়াও ।

বাম । মোর এই মাহর পেরা মনটো বর উদ্ভিথ হইছে
একোতো সুখ নেলগে । সর্কদাই হাঁহি মাতি
থাকিবটল ইচ্ছা যায় কিন্তু তেনে কবিলেও অলপতে
বেজার ধবে । তাব পরা আকৌ অকল সরিয়া হই
থাকৌ গই । তাতো সুখ নাপাঁও । য়তে ততে বর
অসুখেই হে কাল যাই । •

কাম । তুমিনো ইয়ার কিবা কারণ অনুভব করিব পারিছানে ?

রাম । নাই ! একোকে কব নেয়ারে ।

কাম । ময় এটা অনুভব করিছে । বোধ হয় সেইটো
অবশ্যে হব । নতুবা জ্বর নরীয়া একো ক্বাই শুদাই
• এনে কি হল । •

রাম । কোয়া চোন ! মোবে শপত কি ? •

কাম । এতিয়া তোমার যৌবন কাল উপস্থিত । বিশেষতঃ

বসন্তকাল ! বিঃ সময়, পথ্য নহলে নরীয়া পবিবর
অতি সম্ভব ।

রাম । কিনো ? সুবুজিলো তালটেক কোথা চোন ?

কাম । এঃ ডাকে সুবুজিলা । পড়া নাইনে ।

“বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং অথবা অগ্নি সেবনং ।

অথবা যুবতী নাবী অথবা নীষ ভোজনং ॥”

তুমি যি কালত তবি দিছা ই সকলোতটেক বিষয় ।

লগত যুবতী ভাৰ্যা নহলে একোকে ভাল মেলাগে ।

যি যুবর যুবতী আছে তালৈ চাবা চোন । তার

অইন হেজার অমুখতো মুখ । নতুবা অন্য ঐকার

মুখ দিবণবা বস্তু থকাতো অমুখ গোয়া যায় ।

বাম । মোক তেজুচালি করিছানে কি ?

কাম । নহয় ! ই তেজুচালি করা কথা নহয় । তুমি ন যানুহ

বুজা নাই । থাকা গিছে বুজিবা ।

রাম । তেনে হলেও মোক তেনে মেতাবিবা । অ ! বন্ধো !

শিবরাত্রিলে কেই দিন মান আছে ?

কাম । আজি শুধুমী । আরু সাতদিন আছে । কেলৈনো ?

রাম । অইন সকাম একোনাই মোমাইঅকর ঘরলৈ যাম ।

কাম । বাক যাবা ! এতিয়া একেলগে লুইতত গাধুই

আহৌগই বলা । আজি আনক দিহু তুমিয়ে সহিতে

একে লগে গা ধোয়া নাই ।

রাম । বাক বলা ।

[ইতি নিষ্কান্তাঃ ।

প্রথম অঙ্ক ।

চতুর্থ দর্শন ।

রাজভালী ।

মঙ্গলুর প্রবেশ ।

মঙ্গলু । (অগত) গিরিহঁতর মরত খাটোঁতে খাটোঁতে দিন
গল । আপোনার একো বনকে করিবর আহরি নে-
পাঁও । এমনকৈ কেনেকৈ থাকিম । ইমান দিন
করি খুয়ালোঁ হৈতেন যাতো আয়ে সোণাকুলীক বিয়া
দিব খুজিছে দেখিছে । কথাতে “ গোলাম হে গো-
লাম, গোলাম হে গোলাম ” । কি বব গোলাম
পাইছে ? এতিয়া সিদিন আছৈনে ? “ যেতিয়ার
দিন তেতিয়াই গল । চুমা খোয়া ঠাই * * । ”
সোণাকুলী চোয়ালী জনী দেখিবলৈ সুমনী
আক বন বাবিতো কাগি । আয়ে বুলিববে পেবা-
তাই মোক দেখিলে মুরত কাপোর লয । গিরি-
হতর জীএক আই দেওয়েও মোক দেখিলে সেয়া
লিঁকৈ সোণাকুলীব কথা শোধে । আক তাইর
আগতো মোর কথা শোধে । যদি তাইক হে পঁাও
থাকিম, নহলে যি হয় হব ।

সয়ঙ্গীর প্রবেশ ।

(তাইক দেখি) বঃ এই আহিছে ! এই দেখোঁ
এটাইকে তিবী তিরোত্তা আনা দরব দি ফুবে । এইত
শোঁর্দোঁটোঁম । লগত এটা বা এজনি নহলে, নচলে ।
(প্রকাশ্যে) কটল গইছিলো আই ?

সয়ঙ্গী । এ ! কি শোধ ? বুপাছে ! হজারলৈ গইছিলোঁ,
বস্ত বেছ্যনী জুই চাই দবগ ।

মঙ্গলু । কিনো কিনিবলৈ গইছিলো ?

সযন্ত্রী । বণিযাব দোকানলৈ এটা দরব কিনিবলৈ গইছিলোঁ।

তাতে সি যি কেরাছে দিলে ! তাক দেখিলেই

“ খজ উঠে । সি আকো “ কলে বোলে এই বেলি
হুন্স সেই বস্তুর “ এযদানী ” অহা নাই ।

মঙ্গলু । কি বস্তুনো, আই ! আদি শুনিব মেপোঁওনে ?

সযন্ত্রী । তোরনো শুনিলে কি হব ! মোক কিমান বস্তু
লাগে মেজাননে ?

মঙ্গলু । ময তোমাক জানো । তেওআই কপিলনো ?
কি বস্তু ?

সযন্ত্রী । তাকনো তয কিয খোপ ? আজি কালি মেব ঠেঙ্গত
শরণ লোয়া মানুহরহে একাল লাগিছে ।

মঙ্গলু । তেও আই ! কোয়া চোন কিনো ? কাটলৈ ?

সযন্ত্রী । কাম সেম্দ্দর ।

মঙ্গলু । ইযারেনো কি হব ?

সযন্ত্রী । পরর ডিরোতো আক পর মুমিহ দুইকো লগ
লগাব পাৰি ।

মঙ্গলু । কাটলনো আই ! মোর বধে চুব কোয়া ?

সযন্ত্রী । ঐ ! আই ! কি মানুহ অ এইটো ? তয কাপো
অগত নক যদি কব পারোঁ ।

মঙ্গলু । বাক আই ! শুকব শপথ খাইছোঁ নকও ।
কোয়া আই !

সযন্ত্রী । রাম ! রাম ! এনে শপথ খাব পায নে ! বাক কঁও
শুন, তহঁতর দরত যে সোণাকুলী বুলি নবনী
আইটীৰ বেটী চোখালিটী আছে তাইলইকে ! তাই
হুন্স এটা মানুহক খুযাব ।

মঙ্গলু । কাকনো খুযাব ? অ ! তাইর স্বভাবটী ভাল নহয় !

অধ্যাপকব পুতেকক ? ববার পুতেকক ? ইহঁত দুইকো
হলে ময় তাইর গীদে গীদে জুবা দেখিছোঁ ।

সমস্রী । সিও ভব পারে ! এতিয়ার ভাল মানুহব লবাই
বান্দো বেটী ঠৈছে চকু দিবলৈ ধরিছে । তেও তাই
হলে দবব করিবলৈ দিওতে তাব নাম কুশল বুলি
কইছে । ভব যা ময় এই পিনে হাজারিকীয়াব পছ-
লীষে সোমাও ।

মঙ্গল । (স্বগত) এইত বাপেকে শোধেঁর । কাম সেন্দু-
রনো কেনে কত পাই, কিমান দব . (স্পষ্টকৈ) আই ।
কামসেন্দুরনো কেনে ? কত পায় ? কি দরনো ।

সমস্রী । এ-বোপাই তার বং কান চরুইব গার মিচিনা ।
দিমত ফোঁট লই আকাশলৈ চালে তরা দেখি ।
দব বব মরগ । টকাত এবাতি । থাকে তাঁকে
বণিয়াই নিদিএ । চিনা মানুহক তে দিষে । উহঁত
গলে মিচা মিচিকৈ এবিধ দিব তারে গুণ নকবে ।
বাক ময় এতিয়া মাও । (প্রস্থান)

মঙ্গল । (স্বগত) হেঁই আই ! তাইনো কাক দবব কবিব
খুইছে ! আমাক দেখোন এনেই পায় ! বহ
বুলিলে সোঁও । এনে টোকনো দবব কবিন লাগে
কিয় ? আইন কোনো ভাল মানুহর . লরাক হে ?
কুশলনো কাব মাও । তাবিগুণি ময় ইয়াকে জনা
নাই । তাই চাটগ মিচাই এটা নাও কইছে ।
তাকেইনো কব কিয় ? দরব করাও জানো মিচা
নামত হয় ? কেতিয়াও মহয় । এইহে মোক
দুৰুকািয়ালে । ইয়ার বুজ লও । যদিহে বুজ পাও
তেবে এটাইকে শিকাম বাপেকে । যদি ছাক
নোযাবো তেও তাইকতো এবেলি পাম । বণিয়াব

দোকানত কাম সেন্দুবর বুজ ল'ও । এতিয়া যাঁও ।
পলম হলে আঁকো গালি পারিব ।

[ইতি প্রস্থান ।

পঞ্চম দর্শন ।

শিবকান্তব বটী ।

ফুলেশ্বরী, জয়ন্তী এবং নবমীর প্রবেশ ।

জয়ন্তী । আমিই । 'সোণাফুল'য়ে কইছিলগই বোলে তুমি
হন্নু মোক মাতিছিলি ?

ফুলে । হয মাতিছিলেঁ । । সখীযেরে অকলে থাকে ।
উহত আহিলে তেও হাঁছিরে মাতে ভালে থাকে ।
তাছ চাছ খেদিবও পাব, আরু তাইক পঢ়িবলৈ
শিকালেও শিকাব পাব ।

নবমী । আই ! ময পঢ়িবলৈ শিকিছেঁ । শক শক পুখী
চুখী পঢ়িব পাবেঁ । সখীযে মোক শিকাইছে ।

ফুলে । (জয়ন্তীর প্রতি) চোখালী জনির কপালত হে নাটিলে
কাপোর চাপোব স্তূন্দরটেক যব পারে, ফুলভীও বাক
হইছে । এতিয়া আকো তয পঢ়িবলৈকো
শিকাইছ ।

জয়ন্তী । 'ময' সখীর ফুল দেখিছেঁ । সি বছরত মোর মনন্দ
কুমলী আইটির বিয়ার সময়ত এখন শক, সূতার
চেলেক লগাই ছিলো, তাতে সখীযেহে ফুল দিছিল ।

ফুলে । কিবা ভাল ভাল পুখী উহতব আছেনে ?

অবস্খী । এটাই আছে । অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, কামিনী-
কুমার, ভুগোল, পুত্রারতসারি, পদার্থবিদ্যা, মহাত্মারত,
রামায়ণ, শকুন্তলা, আরু কামদ্বরী সকলো আছে ।
সখীষে সকলো পড়া নাই । এতিয়া মুঠে বাসায়ণব
আদিকাওহে পড়িবলৈ ধরিছে ।

ফুলে । নহলে মোত কবি ময় কিনিবলৈ পয়সা দিম ।

অবস্খী । বাক ।

ফুলে । অসমিয়া পুণী পড়িছনে কিবা ?

অবস্খী । ময় কেই খন মান পড়িছোঁ । সখীষে হলে হাতে
লেখা পড়িব নোযাবে । “অসমিয়া লরার মিত্র ”
আরু মাঝে মাঝে “অক্ষণোদয়ো ” পড়ে । তাত
অনেক ভাল ভাল কথা আছে ।

নবমী । আই ! সখীষে নাম দিবও পাবে । মাতোঁটীও
ভাল । পদো সবহ জানে । আরু কুমলী আইটীব
বিয়ার দিমা এনেহে যোৱানাম মিছিল মরা ঘবীয়া
বিলাক কান্দি গল ।

ফুলে । অসমিয়া পুখী পড়িলেহে পদ শিকিব পারি ।
আই নবমী ! তয়ও পড়িবি ।

নবমী । ছাপা নহলে ময় পড়িব নোয়ারোঁ ।

ফুলে । আমার গুণাহাটীতো হুন্ হাপা আমিবলৈ কিবা
যতন করিছিল । সিদিনা বরবপায় কইছিল । আই
অবস্খী ! তয় শুনিছনে কি হল ?

অবস্খী । আমই ! ময় সিদিনা শুনিলা বোলে জাকে করিবলৈ
কিবা হুন্ এখন সতাঁ পাতিছিল, তাই বর বর
দম'হা খোয়া মানুহ তিমটা কি চাইটীত বাজে
কোমো মগল । কারো হুন্ আরকালী বর মদ হল ।
কাবো হুন্ বুব বিখালে এই মরেই মগল । পিছে

সেই সভা তেনেই তললৈ গল। আমার ইয়ার
মানুহে জানে। তেনে কথাটল মন দিয়ে ?

ফুলে। তাকেতো আইছে ! কার কত কি হল, তাকে সরহ
‘তাগে খোজে। আক হল। গছ পালেই বাগি
কুঠাব মাবে।

নবমী। আই ! উৰ্জসী সখীক নয়তালী ?

ফুলে। মতাইছিলোঁ। তাই হনু আজি নোঘারা হইছে।
(জয়ন্তীর প্রতি) আইটা তব আরু উৰ্জসী দুইও
আহি ইয়াতে পঢ়ি শুনি উমলি থাকিব।

জয়ন্তী। বাক আমই আহিম। ময় নাছিলে জীকাফুলীক
পঠাই দিম। সখীকে পঠাই দিবা। আরু আমই
সখীক এনে দেখিব নোঘারোঁ। সদাই পাটব
কাপোব পিঙ্কিব, আরু যুরো মেলাব, অলকাবো
পিঙ্কিব। মুঠে সেন্দূর হে পিঙ্কিব মেলাগে।

ফুলে। বাক দে দোষ নাই।

নবমী। আই ! আজি ময় সখীউকর তাঁল যাঁও। আজি
এমাহমান যোবা নাই। কুমলী আইটাও আহিছে
হনু চাই আহিম। আরু সেই পোনে উৰ্জসী সখীবো
বুজ লই আহিম।

ফুলে। বাক যা।

জয়ন্তী। তেনে হলে সখী যাঁও বলা।

[ইতি সৰ্কে নিষ্কান্তঃ ।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দর্শন ।

প্রথমতঃ হরনাথর বাসী, শেখত কুলবীর সরোবর ।

বাম । বন্ধো ! আজি শিবরাত্রির ত্রত । একো খোয়াও
নাই । গাটো বর হেলেক পেলেকে লগাইছে ।
একেই অমুখ গা, তাতে আকৌ আজি ত্রত হল ।

কাম । মোমাইয়েকর ঘরলৈ যাব নুখুজিছিলো নগলানে ?

রাম । হু নগলোঁ । দেউতার হাক দিলে বোলে এতিয়া
যাব মেলাগে একেলগে কাঁকুয়ার সময়ত গাবি ।

কাম । গাটোনো আগতকৈ একেরিও সস্তা পোষা নাইনে ?

বাম । একেবিও পোষা নাই । দিনে দিনে বাড়িবহে লাগিছে ।

কাম । বন্ধো ! বাকএটা কথা শোখোঁ সচাঁকৈ কবানে ?

রাম । বাক কম । কি কোষা কোষা ?

কাম । আগেয়ে সত্য কাড়া তেঁহে কম ।

বাম । বাক কাড়িলো, কোষা ?

কাম । এতিয়া তোমার যৌবন অবস্থা তাতে বসন্ত কাল । কোনবা
বন্ধুরনীত চকু পরিছেনে কি ? সেই দেখিছে এনে হইছে । ৫

রাম । হিঃ রাম ! রাম ! তুবি এনে কথা নোকোরা বুলিছে
জানিছিলোঁ । মোর কেনে স্বভাব তুমি মেজানানে ?
তেও তুবি এনে কথা কোরা ইয়াতেহে মর মরিছোঁ ।

কাম । বন্ধো ! যব তোমার স্বভাব জানো । তেও কালর
গতি বুজিব নোয়ারি । কিমনো একেই যৌবন অতি
বিষম কাল, তাতে বসন্ত কাল । ইয়াতেহে কঁও ।

রাম । তেও মোর কথা মণতিয়ানানে ?

কাম । ওহো! হঠাৎ পতিযাব নোষারিলো ।

বাম । বাক তেনে হলে চাঁবা,। মর যদি কৌনোবা তিবো-
তার প্রতি আসক্তি করে। তেতিয়া মোর নামে
কুকুব পুছিবা । হিঃ বন্ধো ! হিঃ মোক এনে
পালানো ? দেখিবা দেখিবা ! তিরোতাক কোনে
বিশ্বাস করে । সাপের যেমন দুখন জীবা তিরোতারো
সেই রূপ । মলিবারী পচরীয়ার গাখিরর নিচিনা ।
গরুখে যেমতৈ প্রতিদিনে ন ন ঘাঁহ খাব
খোজে সিইতো সেই রূপ । ১৫ বিরলিষে যেমতৈক
পেট ভবাই খাই উঠি গামুবী এটা দি দোখোজ
মান কাড়িলে আকৌ সেই দরে খাবর ইচ্ছা করে
সিইতেও খাই উঠি এবেলি গামুবী দি বাহিরব পরা
আছিলে আকৌ সেই রূপ কুখার্ডা হয় । সিইত চঞ্চল
প্রকৃতি, আরু সন্দ্বিদ্ধচিত্তা । রাতি পুখা এবিধ,
ভূপরীয়া এবিধ, গধূলী এবিধ, আক টোপনী আছিলে
এবিধ । সিইতত বিশ্বাস নাই । এতেকে তুমি নিশ্চয়
জানিবা মর তিবোতার অন্য কেতিবাও তেনে নহঁও । ১৬

কাম । বাক তেনে থাকিলে ভাল । কিন্তু তোমার দরে
পুখীত পড়া জ্ঞানর দ্বারাই কোমেও সংসার নকরি
নোষারে । এতিয়া ফুলনীর সরোবর ফুরি আছোঁগই
বলা । তরপর আছি পূজা করি একে লগে সারে
থাকিম । ঘিনাই, মকুম্ম এঁও বিলাকো আহিব খুজিছে
চৌপটু অথবা তাছ খেদিম ।

বাম । আঁহা, কিন্তু মোর শ্বে একোতো ভাল মেলাগে ।
যাবর মন মগলেও তুমি কিবা বোলা বুলি যাব লাগিব ।

[এই বুলি ফুলনীলৈ গমন ।

(বামা ভাও) কুলনীক উপস্থিত হইল সবে-বর দেখি ।

কাম । বজ্রো ! আহা ! এই সবে-বরটী কেনে সুন্দর ।
ইযাব চারিও ফালে কেনে সুবেবে চরাই বিলাকে
আঁরাও করিব লাগিছে । কেনে চিবোনে ফুল বিলাক
ফুটিছে, দেখোঁতেই মনত তৃপ্তি জন্মে ।

রাম । বজ্রো ! সচাঁ টেক্কা । এতিয়াহে মোর মনটী অলপ
ভাল লাগিছে ।

কাম । আই ! সেই নাহব গছ তললৈ যাও তাতে বহি
অলপ জীবাও গঁই ।

[এই বুলি নাহর গছর তললৈ গল ।

রাম । এই ঠাই ডুগবী বব শীতল, মোর গাটো প্রথমে পুরিব
লাগিছিল । এতিয়াহে শীতল পাইছোঁ ।

কাম । তুমি ইযাতে অলপ জীবোয়া, মম এহেজাব বেলপাত
আরু কিছু মাল ভাল ফুল তুলি আনোগই । বাতি
পূজা কবিলই লাগিব ।

রাম । বাক । যোয়া সোনকালে আক গই ।

[বামদেব প্রস্থান ।

রাম । (স্বগত) বজ্রো গল । যোবো টোপনী আছে যেন
লাগিছে । একেবি বাগব দিও । বাতি সাবে
ধাকিবও লাগিব । পিছে তেঁও অছি, জগাব ।
আহা ! কেনে সুন্দর ঠাই ! হে অগদীশ্বর তুমি
সকলোতে তোমাব লীলা প্রকাশ কবিছা । হে ঈশ্বর !

[ইতি নিদ্রা ।

দ্বিতীয় দর্শন ।

প্রথমে শিবকান্তর বাটা । শেষে ফুলদীপ সর্বোবর ।

নবমী, জয়ন্তী আৰু উৰ্বশীর প্রবেশ ।

নবমী । সখী ! আজি ব্রত কবিছানে ?

জয়ন্তী । কবা নকবা দুইয় হল । তেঁও হলে ব্রত কবিছে ।
যয লুকাই কেইটামান আখই গুবি থালে ।
নেথালে টানিব নোঘাবি । যিহে চত মহিমা দিন !

নবমী । মোব হলে কবিরব ইচ্ছা আছিল । আইয়েছে
খুয়ালে । শকুন্ত যয প্রতি বচবে কবিছিলে ।
তেও তোমালকে যদি আই, বাতি একে লগে সাধে
থাকিব পারিম . (উৰ্বশীর প্রতি) লগ ! তুমি
ব্রত কবিছানে ?

উৰ্বশী । এঃ আমাব বা কি ? বাঁবি হলে । যেতিয়াই
খাবি হলো তেতিয়াই । আমি আৰু শিবরাত্রিব ব্রত
নকৰো । শকবে পৰা আজি ওঠেব বচব বয়সলেকে
ব্রত কবি গি ফল পালে । সেইয়ে সবছ হল ।
আৰু আমাক মেলাগে । লগ ! তোমাক দেখে
আগত কই এতিয়া বব খিনোয়া দেখিছো ।

নবমী । ওঁডো ! মোঘাই তোলনী হবব পিছবেলী নোখাৰা
হববে পৰা বরকৈ গা যায সেই দেখিছে হবলা ?

উৰ্বশী । (জয়ন্তীর প্রতি) সখী ! শুনিছানে ? শান্তি-
যনি হোয়া হলে এনে মহল ইতেন । আইও
দেহি ডুখরী একোকে মেজানে আমি তেও যমর
আগত কবলৈ এবলি পালে । এই । এওক হে
দুখরে বকিলে ।

জয়ন্তী । যার যি কঁপাল । সেই বোর এরি পেলোয়া ।

এতিয়া আমি অন্য শোকতে আনন্দ করি ।

নবমী । লগ ! বলা এবেলি ফুলনীর সর্বোদয় করি আছো-
গই । গিছে আহিও ঘবা দুবি ঘাবা ।

উর্ধ্বশী । কোন কোন যাবনো ?

নবমী । কিয় ? কিয় ? তুমি, ময়, সখী, আর গোণা-
ফুলীক লগত নিব । আক লাগে যদি কুমলী
আইটিকে নিব পারি ।

জয়ন্তী । তাহিক (কুমলীক) নিব নেলোগে । তাই থাকিলে
আমি একে হাঁহি মাতি দুঃখ মুখব কথা কব
মোয়াবিম । তাই পোমনই গই, আইব আগত কই
দিমগই । ওত আকৌ যেনেহে কবব ঠাই নাই ।
মুখতে দন্দ । গাতো ময় দেখিছে । তেঁও মোক
আসে সহিতে দন্দ কবিবলৈ হাক দিছে । নিদিয়া
ভলে ময় পারিবলৈ হউন ।

উর্ধ্বশী । এনেকেই যাব মোখাবে । আমার সিদিকি এনেই
দুর্ঘম্যাব সীয়া নাই তাতে আকৌ আজি সাজবেলীয়া
দুবিবলৈ গলে আক বক্ষা পাম নে ? “পচোয়া
বতাহে দুয়াব মেলে, বংলার গাত দায়” লগা
কথা । যদি পেলনী বাই যান তেনেহলে
যান পারি ।

নবমী । বাক ! হেব সোণাকুলী । সোণাকুলী এ । এঃ
বাকলি এই জনিক দেখি । আমার নিচিনা যান্নুহে
মাতিলে মাতিও মাত নাপায় । এই আজি কালি
বব রসকি হইছে । হের ! সোণাকুলী !

নেপথ্যর পবা । আইদেও ! গইছো ।

নবমী । বেগতে আহ । বাইকো মাতি লই আহ ।

সোণাকুলী আৰু পেলনীৰ প্ৰবেশ।

নবমী। 'বাই বল ! মোৰে' শপত বল ! কুলনীৰ সৰো-
বৰ ফুৰি আহোঁগই সখীউকও যাব।

পেলনী। বল ! জোঁৱ লগত ময় ছেৰাখৰী খালে'।
আইত কইছিলিনে ?

নবমী। কোঁচা নাই। সোণাকুলী ! আইত শুধি আহগই য়।
হেনে আমি কুলনীৰ সৰোবৰ ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ।
নেপথ্যে পৰা। বাক।

[সোণাকুলীৰ প্ৰস্থান।

সোণাকুলীৰ প্ৰবেশ।

সোণাকুলী। আইদেও আয়ে যাব দিছে।

নবমী। বাই চাৰ্চো ? এই আজি কালি বৰ উদঙ হইছে।
অঃ সখী ! বলা।

উৰ্জশী }
জয়ন্তী } বাক বলা।

[ফুলনীলৈ গমন।

পেলনী। আই নবমী ! তব মাজত যা।

জয়ন্তী। বাই ! সখীক কোনেও হৰি নিমিয়ে, দে-দে-হওক
দে, মাজত নিও।

পেলনী। নহয় আই ! আমাৰ হইছে কঁপাল বেয়া,
'সেই দেখিছে কঁও। (কুলনীত উপস্থিত এবং
চতুৰ্দ্ধিকে অমণ।)

জয়ন্তী। সখি ! চোঁচাচোন কেনে শুল্লব ঠাই ইয়াতনো
কাঁৱ দলত তুণি নজনমে !

উর্ধ্বশী । ইযাত এনে অনুভব হয় যেন স্বয়ং বসন্ত
রাজত্ব কবিচ্ছেহি । (এই 'বুলি এটিয়া 'এটি হই
সকলোরে জমণ ।)

নবমী । ও ! সখি ধর ! ও ! বাইধর !

সকালোবে । কি হল ? কি হল, কি হল ?

নবমী । এই ভোমোবাটো যোর মুখর ওচরলৈ আছি
ববটৈ ত্তো ত্তো কবি উবিগল । তেতিয়ারে পবা
মোক সর্কনাশ করিছে ।

উর্ধ্বশী । তোমাক নটৈ ফুটা পদ্ম হেন দেখি সেই দব
কবিছে । আইন একো নহয় । * * * * *

জয়ন্তী । লগে যি কথা কইছে দ্বিচা নহয় । তুমি বাস্তবকভে
নটৈ ফুটা পদ্ম । তোমার মধু আজিলৈকে কোনেও
পান করিব পরা নাই ।

নবমী । তোমাব আকা ?

জয়ন্তী । (হাঁহি হাঁহি) আমার হলে মধু নাই । এতিয়া
গুব হইছে । অভাবতহে । তেও ভালটৈ জনাই
চুছিলে মধু পাব । কিন্তু তোমার দবে নহয় । পানী
মিহলোয়া হে পাব । মধ্যম রূপে জনাই চুছিলে
গুর পাব । অলপ জনাই চুছিলে লালী গুর পাব ।
নজনাই হলে সিটাকো বেপায় ।

নবমী । কিবা ঠাবে ঠোবে কোয়া বাকলি আমি বুজিব
নোযাবোঁ ।

উর্ধ্বশী । (জয়ন্তীর প্রতি) তেওক এই সুকল রসিকালী
কথা মকবা । কিহানি দিন থাকে নজনাকৈরে
থাক । আনিলে জেনেছে চোখালী কিবা এটা হন ।

জয়ন্তী । বাক ?

নবমী । সখি ! তোমালোকে ইযাতে থাকা, ময় নাহব গহর

পাত কেইটা মান লই আর্হোঁ গই । বিহুব দিনা
“ঐমিনিস্চ” লৈখিব লাগিব ।

উর্ধ্বশী । আজি মুঠে শিবরাজি, বিহুটল তালে মান
দিন আছে ।

অবন্তী । বাক যোবা ! আমি সিকালে যাঁও । (উর্ধ্বশীৰ
প্রতি) য়রক দেছি ডুধরী । ফুরিএই তেও মনব
হাবিলাব পলুয়াওক ।

মেপথার পীরা । সোণাকুলী ! তমে আক বাইএরে বেগাই
আহ । আইটা হুঁত তাতে থাওক । যুরি আকোঁ যাবি ।

পেলনী । আই অ ! তিতবত আবে মাতিছে আমি ছুইও
যাঁও । তয সখীঘেব ততে সইতে উমলি থাক ।
ময পিছে আছি লই যাম । ময নহাটক মেযাবি
দেই ! আই ! দেই !

নবমী । মোবে শপত বাই থরটক আছিবি । মোব ইয়াত
থাকিবর মম মেযাব । সখীউক নহা হলে নাহিলোঁ
হেডেম । ছের সোণাকুলি ! সখীউক ঘরটল যাব
আরু বাতিও সারে থাকিবল আছিবি । তয
তামোল চামোল কাটি যতনাই থ গই । আরু
কামিনীউকর তরপরা তাছ যোব লই আহ গই ।

সোণাকুলী । বাক আইদেও ।

(সোণাকুলী আৰু পেলনীর প্রস্থান উর্ধ্বশী আৰু
অবন্তীর অন্যদিকে গমন এবং নবমীর ধীয়ে
ধীয়ে নাগেশ্বরর সন্নীপে গমন)



তৃতীয় দর্শন ।

ফুলনীর সরোবর ।

(এই বিলাকর হাইত টোপুনী ভাগী অন্ধ
চকু মেলি নবমীক দূরৈর পরা নিরীক্ষণ
করি—সূর্য্য উদয় হেন মনে ভাবি ।)

রামচন্দ্র । জীওরো ! জীওরো ! জীওরো ! রাতি, পুখাল,
• সূর্য্য উদয় হল । ময় ইহাতে শুই থাকিলো ।
শিব পূজা কবাও নহল । পিতায় না কি বোলে
বন্ধুয়েও নেমাতিলে । (কাতি হই পশ্চিমর ফালে
নিরীক্ষণ করি সূর্য্যক চকা পাটত বহা দেখি)
নে-নহয় । এটা সূর্য্য অস্ত আরু এটা উদয় হব
নোষারে । • এইটো চন্দ্রহে উদয় হব ধবিছে ।
চন্দ্রইবা কেনেকৈ হব ? আজি কহা পক্ষব চতুর্দশী
শিববাতি । এবেইবা কিয় হব ? সমাজিক দেখিছো
নে কি ? না সিও নহয় । বন্ধু আরু অলপতে
মুঠে ফুল তুলিবলৈ গইছে । এতিয়াই আহিব ।
চাও কি হল । (পিছত নবমী কিছু ওঠরলৈ অহাত
মনুষ্যর আকাব হেন দৃষ্টি কবি) আহা ! ধন্য !
ধন্য ! এই জনা অপেশ্বর স্বর্গর পেরা নামি, এই
সবোবরত জীড়া করিবলৈ আহিছে । ময় ইহাতে
টোপনীর ভাও যুরি থাকোঁ পিছত দেহতা নে, গন্ধর্ভ
নে, মানুহ জনা যাব । (এই বুলি টোপনীর ভাও
• যুরি রল ।)

নবমী । এই জনানো কোন ? নাগেশ্বরর তলত ফুলনী
পহর কবি আছে ময় বেনেকেই ওচরলৈ যাও ।

নাহরর পাত আনিব লাগে । এঁওক মানুহহেন হে দেখিহেঁ। কিন্তু সংসারত যি বিলাক মানুহ দেখেঁ। সেই সকলোতর্ক এঁওক পৃথক যেন দেখেঁ । এওব শরীলত ঠৈব শক্তি আছে । মতুবা এনে নহয় । তেঁও শুই আছে এবেলি তেঁওর ওচরেৱে গা মারি বাঁও । তাতে ভালকৈ দেখিম । (এই বুলি বামচন্দ্রর ওচরেৱে গা মাৰি গল । বাঁওতে মনে মনে) এঁও অবশ্যে মানুহ তাত কোনো সন্দেহ নাই ।

বাম । (তজ্জপ) অঃ হাঁ আছে । অবশ্যে মানুহ । কিন্তু এটা কথা । এঁওক যিৰূপ বয়সিযাল দেখা গইছে সেই রূপ অলঙ্কারাদি একো নাই । বোধ হয় স্বামীহীনা হব পায় । অঃ অবশ্যে হয় । কঁপালত সেন্দূর নাই । হা ! কিয় তেঁওর প্রতি স্নেহোদয় হইছে ?

নবমী । (তজ্জপ) হৃদয় ইমান চঞ্চল হইছা কিয় ?

রাম । (তজ্জপ) এঁওর পরিচয় লোখা নিতান্ত আবশ্যক । কেনেকৈই লও । আক বন্ধু এতিয়াই আহিব । যব যদি এঁওত উপযাচক হই আগবাঢ়িগৈ কোনো কথা শোহেঁ। এ ওয়েইবা কি বুলিব ? বন্ধুয়েইবা কি বুলিব ?

নবমী । আইন দিনা যে ইমান চঞ্চল চিত্ত নহব আজিনো হইছে কিয় ? হৃদয় স্থিৰ হোখা ।

বাম । (তজ্জপ) উঠিব লাগিল । তেঁও থির হই আছে । পরিচয় লব লাগে । মন অতিশয় চঞ্চল হইছে । মুঠিলে নহব । (স্পষ্টকৈ) নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! ইমান বেলি শুলোঁ কোনেও সেনাতিলেও । সজ্জা লাগিল ।

নবমী । (লজ্জায় নত্মুখী হই এরূপ টানি দি মনে মনে)
কি আশ্চর্য্য ! আজি যোর কিয় এনে হইছে ? মোব
দেখোঁ। এই অচিনাকি পুরুষ জনে সহিতে কথা
বার্তা কবর ইচ্ছা হইছে । , অধিক কি ? তেঁওর
কোলাত যেন বহিয় গই ।

রাম । (তজ্জপ) এঁওরে সহিতে নো কি ছলেরে কথা কও !
উঃ যেন কোলাত লম ।

নবমী । (তজ্জপ) সখীউকষে এতিয়াই মাতিব । মোর ইয়াত
‘থকা উচিত নহয় । কিন্তু এঁওক এগি যাবরো সত
নেযায় । সর্ব্বদা চকুব নিমিয় নমবার্টক যেন চাই
খাকিম । তেও যেন তৃপ্তি নহয়’ । নহয় ! যাবহে
লাগে । নহয় নোঁও । যাবহে লাগে । (এই বুলি
দোখোজ মান কাড়ি পিছলৈ উত্ততি চাই) অঃ কিয়
এনে হল ? ইয়ার পরা মুখ ঘুরাই এখোজো যাবর
মম নেযায় । (এই বুলি আকো দোখোজ মান
কাড়ি উত্ততি চালে) ।

রাম । ঈশ্বরর কি ইচ্ছা ! মোব যেনে অবস্থা বোধ হয়, সেই
স্বৰ্গ সুন্দরীরো তেনে অবস্থা । নতুবা এই মরে গই গই
উত্ততি কিয় চাব ? আরু মোর চকুখে চকু পরিলে সিকালে
চায় । রূপরিলে মোর কালে একে ঠরে চাই থাকে ।

— নেপথ্যর পরা—আই অ ! আইবে মাতিছে ।

নবমী । (মনে মনে) অঃ বাইয়ে মাতিছে মরনো আজি কেনেকেই
বাঁও । ইয়ার পরা ঘোঁয়াতটক দেখোঁ পল্লি বরুই ভাল ।

রাম । (তজ্জপ) কোনোবাই এই কন্যাক মাতিছে । মম অলপ
‘আঁড়ব হই, টঁপা ফুলর তললৈ যাঁও ।

[এই বুলি টঁপা ফুলর তললৈ গল ।

পেলনীর প্রবেশ ।

পেলনী । আই অঃ থবটক আহ ।

নবমী । (মনে মনে) সেই পুরুষ জনো আতবটল গল । আঃ
সেই জন গহরতলত থিষ হই আছে । হাঁ গোঁসাই !
মর কেনেকেই এঁওক মেদেখি থাকিম ? (স্পষ্টটেক)
বাই সখীউক আহিল নে । নাই যদি মাতি আন ।
গোঁ সিকালে গইছে ।

জয়ন্তী আৰু উৰ্দ্ধশীর প্রবেশ ।

পেলনী । আইটী আহ ! সখীরেই ইঁত আহিল । বাঁও আহ ।

নবমী । (মনে মনে) অইন দিনা বাইর কথা শুনিলে
কানত মধু হেন লাগে আজিনো এনে কাঠ হেন
লাগিছে কিব ? (স্পষ্টটেক) বাক বল । (এই বুলি
দোখোজ মান কাড়ি) বাই মম যাব মোয়ারেঁ মোর
ভরিত কাঁইটে ফুটিছে । (এই বুলি চাপরি তরি
চাবর নাম করি রায়র কালে দৃষ্টি করি) বাই ! মোরে
শপত আহ । কাঁইটটো উলিয়াহি ।

পেলনী । এঃ তোৱ আকো ভরিত কাঁইট ফুটিল । মোব আনো
চকু আছে, তোব কাঁইট উলিয়াব । জয়ন্তী আইটী !
সখীরেকর ভরিত হুন্ কাঁইট ফুটিছে উলিয়াহি ।

রায় । (মনে মনে) এই চোৱালীটির অবশ্যে মোর প্রতি কিবা
স্নেহ হইছে, নতুবা এনে বাগতি কিয় করিব ? দেখা
চোন ? কেনেকেই সময়ে সময়ে মোর কালে চাইছে ।

জয়ন্তী । সখি চাঁও কত কাঁইট ফুটিছে । (এই বুলি তরি
চাই কাঁইট মেদেখি) কতা ! কাঁইট নাই ওলাই
পািল হবলা ।

উর্ধ্বশী । (রায়চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করি মনে মনে) অঃ বুজিলোঁ ।
 এঁওর কাঁইট ফুটা মিচা । এই পুরুষ জনর প্রতি
 প্রেমর ইচ্ছা স্বরূপ কাইটেইহে এঁওর গতি রোধ
 করিছে । কিবাছে কথা দেই, (স্পষ্টকৈ) সখি !
 কাঁইট নাই বলা ।

নবনী । (মনে মনে) কি আপন্ন ! (স্পষ্টকৈ) বাক সখি
 বলা (পথত মনে মনে) কেনেকৈইনো যাও ? আহা !
 মোর কি দুর্ভাগা । যে এনে ঠাইর পরা আহিব
 লাগিল । যি থাকে কঁপালত সেই হব । মমমো
 কেনেকৈ এই পুরুষ জনক পায়, যে তেঁওবে সইতে
 দুআখাব মন কথা কই ভূপ্তি হয় । মম দেখোঁ
 বিদবা । মরতো আরু আইন পুরুষর মুখ চাব
 নোঁও । কিবনো নোঁও, মরতো বিদবা হইছোঁ ।
 হয় । তেও মম কেতিয়াও ঈশ্বরর নিয়ম পোলাব
 নোঁবারো । রিপূর অবশ কেতিয়াও হব নোঁয়ারো ।
 এইএই লহব তারু প্রমাণ । এতেকে অবশ্যে পুরুষ
 সন্তোষ করিব পায় । বিবাহর মুখ্য তাৎপর্য যি সি
 যার দ্বারা সিদ্ধি হয় সেইএই স্বামী । মর এঁওক
 ভজনা করি অন্যর প্রতি মন নকবি থাকোঁ মাত্র তেনে
 হলে মোর পতিসেবা হল । এমন পতি মরিলেই
 যে আইন পতি হব নোঁয়ারে ই কোনো কোনো শাস্ত্রত
 আছে । থাকিলে কি হয় ? শাস্ত্রনো কি ? ঈশ্বরর
 নিয়মর ওপরত কোনো শাস্ত্র হব নোঁয়ারে । আক
 ডিরোডাই যে এবার দ্বাদী মরিলে বিধা করাব নেপায়
 পুরুষনো কির আকোঁ পায় ? ইযাতে থাকি জনা
 গইছে, সে পক্ষপাত আছে । সেই পক্ষপাত রূতা
 কালত চলিছিল । এতিরা আরু চলিব নোঁয়ারে ।

তার প্রমাণ, পরা হলে এনে মহল হেঁতেন । আর
আমার মনেতেইবা অন্য পুরুষলৈ প্রেম কিব জন্মিব ?
এঁওক ভজনা করিলে লোকে অসতী বুলিব ? সি
নহয় । কিমনো এঁওক ভজনা করি যদি প্রথম
বিবাহিতা স্বামীর দরে এঁওতে পতিব্রতা ধর্ম পালন
করোঁ । তেনে হলেই সতীত্ব রল । যার স্বামী আছে
তাই যদি অন্য পুরুষত আসক্তা হয়, তাই জানো
সঁতী ? এনে কেতিয়াও নহয় । এতেকে মোব মনত
‘দুঢ় বিশ্বাস হইছে । মর এঁওক ভজনা করি
পতিব্রতা ধর্ম পালন করিলে কেতিয়াও ধর্মর
ওচবত পতিত নহুও । বাম ! রাম ! কি কথা ভাবিছোঁ
(স্পষ্টকৈ) রাম ! আজি গাটো ববটেক পুবিছে ।
নাহরব পাতো আনিব নোয়াবিলোঁ ।

শিবকাস্তব পটুলী পাই ।

উর্ধ্বশী । সখি ! আনি এই গিনে যাঁও । তুমিও ঘবলৈ
যোযা । রাতিকৈ আকোঁ আহিম ।

নবমী । বাক সখি !

[নবমী আক পেলনীর প্রস্থান ।

উর্ধ্বশী । নবমী লগর কিবাছে কথা । ‘ফুলনী বারির বাঁও কালে
চপা ফুলর তলত কোন খিষ ছই আছিল দেখিছানে ।

জরন্তী । দেখিছোঁ । টেও কোর এক সম্বন্ধে দেওর হব ।
টেওর মোমাষেকর পুত্রেক । টেওতেইনে । বাক ?

উর্ধ্বশী । এতিয়া আমাব আইন একো প্রকাশ করিবর আব-
শ্যক নাই । মহলেনো লগ্ন মানুহ ইতি হেন
দিন কেনেকেই খেদাব । গাতেই গম নে পাইছা ।

অন্নস্তুী । কব নেলাগে । ইয়ার আজি বুজণাম । এঁওবে
সইতে আঁগেয়ে তেঁওর সাক্ষাৎ নাই । মুঠে আজিহে
হব পাঁর । হলেও মুঠে সাক্ষাৎ যাত্ৰহে । হঠাৎ
কেমেকেইনে। অইন হব । নবমীর যেতিয়া আগবিয়া
হোয়া নাই, তেতিয়াই তেঁওঁ মোমাইএকর ঘরলৈ
গইছিল, আজি কেইবা বছর মানর মুরতহে আহিছে ।
অইন একো হোৱা নাই । পূৰ্ণব পৱা যে চিনাকী
আছে সিও মনে নধরে । কিয়তনা থাকিলে নবমী
সেই বিষয়ত এনে আজলা দেখাকিল হেঁতেন ।
দেখা নাইনে একোকে নেজানে ।

উৰ্দ্ধনী । মোবোতো সেইটো মনে ধৰিছে । বাক এতিয়া
ঘবলৈ যাও । কতো ই কথা ফাট নকৰিবা । হবেই
কি নহবেই । সখি ! যাও দেই । ৰাতিকে একে
লগে নবমী লগউকব ঘরলৈ আম ।

[ইতি ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতাঃ ।



চতুৰ্থ দৰ্শন ।

হরনাথর বাটী ।

হরনাথর আঁক নিগদতির প্রবেশ ।

হরনাথ । হের নিগদতি !

নিগদতি । দেউতা ।

হর । বুপারনো কি হইছে অ ?

নগ । জানো দেউতা কব নোৱাৰো । কালি কামদেউ
বপাৰে সইতে ফুৰিবলৈ গইছিল । তরপৱা আহি

লরা লরিতক লিবণুজা করি, আইন বেলি হলে সারে
 থাকে, ই বেলি সারেও নে থাকিল, ডেনেই শুলে ।
 আমো দেউতা কি হল । কাকো ওচরলৈ বাব
 ' নিদিবে । মাঝে মাঝে একো একোটা বর হু-
 নিয়াছ কাচে ।

তর । কিনো ভাল থাকিলি ? লরাটির এটানে এটা লগর পরা
 নুগুচেই । ময় এই পিনে ফুরি আছোঁ গই । তর
 ইরাতে থাক, হোঁকোটো আরু কঠোটা আছে ।

[ইতি প্রস্থান ।

কামদেবের প্রবেশ ।

কামদেব । মিগমতি ! বন্ধু কত আছে ?
 মিগ । বাপা ! তেঁওর কালিরে পরা গা বেবা ।
 কাম । বাক মোর কবা কগই বা ।
 মিগ । বাক বপা !

[ইতি প্রস্থান ।

মেগখ্যারপরা । বপা বঁহা ! বন্ধুদের দাবলৈ ধরিছে ?

রামচন্দ্রর প্রবেশ ।

রামচন্দ্র । বন্ধো ! আর্জি !
 কাম । গাবেরা বোলে । কিনো হইছে ?
 রাম । ক্ষেত্র সন্নীবাডো তুমি জানাই ।
 কাম । নহর তেও ভালকৈ কোরা চোন ?
 রাম । বন্ধো ! যদি তুমি ভাল করা তেহে ভাল, মতুখা মরণ ।
 কাম । বাক ! কোরা । মোর যত্নত ক্রটি নহর ।
 রাম । বোলা বন্ধো ! হেকাম মেপারা আরু মোসোদাঁরাত ।

কাম । বাক !

রাম । কালিদাস! বেলির! মোক, ফুলনীর বারির নাহর গছর
তলত খই তুমি ফুল তুলিবলৈ গলা । মোর চৌপ-
নীয়ে ধরিলে দেখি তাতে অলপ শুলো । 'তাতে
কেইজনি মান তিরোতার 'হাইত মোর চৌপনী
ভাগিল । সার পায় দেখো এটা অতি রূপবতী স্বর্গর
অপেশ্বর! ঘেন চোখালী, মোর ইকালে ঘেন আহিছে ।
উঁওর সধবার লক্ষণ নাই । উঁওক দেখিবর পরা
মোর মন অছির হইছে । উঁওক মেপালে বন্ধু ময়
নিষ্ঠর মরিম । উঁওরো মোর প্রতি মন ধাবমান
হোবা প্রমাণ পাইছো । কথা রাত্তা হবলৈ নোরা-
রিলো । বন্ধো ! যদি তুমি রক্ষা নকরা, তেন্তে
মোর মরণ জানিবা । এতিয়া তোমার হাতত পরিণো
যি বোলা যি করা সেই হবে ।

কাম । বন্ধো ! কোনটানো ? তিনটা চোরালী আহিল দুটা
বিধবা এটা সধবা ।

রাম । এই দুটির এটা ।

কাম । কোনটা ?

রাম । ময় মিচিনো তেও যিটা কয়সিহাল আর দীঘলিটক
সিটা ময় ।

কাম । অঃ বুজিলো । 'নবমী ? শিবকান্তরজীএক ?

রাম । নবমীনে ? হাঁ নবমী ! মহানবমী ! যদি তুমি
উদ্ধার নকরা, মোর পদশবী দশা উপস্থিত । (অগত
হাঁ প্রিয়ে নবমী !) .

কাম । 'বন্ধো ! তুমি বলিবা হুলাসে কি ? এবে ময়বা ।
ছির হই থাকা । ময় ইবার প্রতি বিহিত
যত্ন করিম ।

রাম । কি কম ! বন্ধো ! কালি তুমিবে সইতে ফুলদীর
 পেরা আছোতে বাটত কি কলোঁ কি 'মিলিলোঁ একো
 মনত নাই । ঘরত শিব পূজা করিবান বহিলোঁ ।
 'কিন্তু ধ্যান করাত সেই সুন্দরীরেইহে মনত পরিছিল ।
 তেঁওর কপ লাবণ্যহে মোর নয়নের পথত পদিক
 হই আছে । বন্ধো ! তোমার ওপরতে সর্ব্বভরসা ।

কাম । ঈশ্বরে করিলেহে করা ।

রাম । সুবিধান ! যেন প্রকাশ নহব ।

কাম । মোর আগত কব মেলাগে । এতিয়া ময় ধাঁও তুমি
 তিতরলৈ ঘোষা । অস্থির কর্ম নহব ।
 অস্থির নহবা ।

[রামচন্দ্রের প্রস্থান ।

কাম । নবদীর সইতে বন্ধুর ভেনে সংঘটন হোবা অতি অদ্ভু-
 তিত । বিধবা চোখালী, শাস্ত্রব নিষিদ্ধ কথা । এতেকে
 তেঁওর মন পালটাব লাগিল ।

[ইতি প্রস্থান ।

পঞ্চম দর্শন ।

শিবভক্তের বাগী ।

ফুলেশ্বরী আৰু সরস্বতীর প্রবেশ ।

সরস্বতী । 'আই ! জীয়ার বোলে কিবা নরীয়া হইছে ?

ফুলেশ্বরী । ইয় কে আই ! 'আবার ভেনে কপাল তাক'কি কম ?
 সিন্ধিনা মাখোন চেখালী অনি নরীয়ার পরা উঠিছে,
 তেতিয়ারে পরা খিনাই যাব লাগিছে । তেও কালি

গধূলী কুলনীৰ কালে ফুৰিবলৈ গইছিল । তার
পৰা আহি একো খোৱাও নাই বোৱাও নাই তেনেই
আছে । গাভৰু চোৱালী মুখ চুখ লাগিছে হবলা ।

সযন্ত্ৰী । তোমাৰ জীৱাক দেখিলে মনত বেজাৰ ধৰে ।

ফুলে । বেজাৰৰ কথা কি কম আই ! 'গন্ধাভীৰৰ পেৰা অহাঁত
চুৰি, চেৰী জুফুকা আৰু এনে কেডবিলাক সোণ
ৰূপৰ তাল তাল অলঙ্কাৰ তাইলৈকে অধিকাৰে আনি-
ছিল । এতিয়া কোনে পিছিব ? সেই বোঁৱ দেখি
উঠেও কান্দে যথো কান্দো । আৰু আই ! 'সিদিনা
মিতিনিউকৰ তৰ পেৰা এটা ৰোঁ মাচ দি পঠাইছিল ।
চোৱালী অনিয়ে নেখাৰ ক্ষেপি এটাইকে দিলোঁ ময়
নেখালোঁ । এতিয়া তাইৰ নিমিতেই আমাৰ ঘৰত
এটাই বিলাক নিৰামুহুৰীয়া আঞ্জাৰে । মাচৰ আঞ্জা
প্ৰাৰ নহবেই ।

সযন্ত্ৰী । নৱীয়াটোমো কি ? তোমোলাকে নেজামানে ?

ফুলে । আমাৰ আগত নকয় । কালি জয়ন্তী আইটীৰ মুখেহে
শুনিলোঁ হনু . নোয়াই তোলনী হবৰ পিছ বেলি
নোয়াৰা হবৰে পেৰা বৰটক গা বাধ । লৱা মানুহ
বুজিব নোৱাৰে । জান যদি আই হে চোৱালী
জনিৰ মুখটোকে ভাজি দেগই যা ।

সযন্ত্ৰী । বাক আই ! 'ময় সঁজ বেলীয়া আহিম ।

[সযন্ত্ৰীৰ প্ৰস্থান ।

জয়ন্তীৰ প্ৰবেশ ।

জয়ন্তী । 'আমই ! সখীৰ কেনে কৰিছে ?

ফুলে । এঃ কেনে কৰিব ? আনি শুধিলে জানো সখীয়েৱে
কিবা কৰ । ময় মাতি দিও তব শোধ । আই

নবমী আইটি ! অ আইটি—কলবাঁটেল গল, শুলে
হবলা ? হের সোণাকুলি ! আইমেরেরক মাতি দে
হেনে জয়ন্তী আইটি আহিছে ।

নেপথ্য পরা—আই গইছোঁ । সখি ! বহা ! সোণাকুলী !
ভামোলর বটাটো লই আহ ।

নবমীর প্রবেশ ।

ফুলে । (জয়ন্তীর প্রতি) মাই ! ময় যাও দেই । (নবমীর
প্রতি) তব সখীঘেরে সইতে ধেমালী করি থাক ।
উত্তরে । বাক আই যোয়া ।

[ফুলেশ্বরীর প্রস্থান ।

জয়ন্তী । সখি ! তোমার নো কি হইছে ?

নবমী । সখি ! মরিবলৈ ওলাইছোঁ ।

জয়ন্তী । হিঃ শত্রুব ঘুরে নেওচন কেঁওচন যাওক । এনে
কথা কব নেপায় ।

নবমী । আর সখি ! আমাব মরাই ভাল ।

জয়ন্তী । কি কোয়া চোম ?

নবমী । রহস্যে রাখিবা আর মোর উগকারলৈ যতন
করিবা । শপত খোয়া ?

বটা সহিত সোণাকুলীর প্রবেশ ।

জয়ন্তী । বাক ! খালোঁ ।

নবমী । মছর ভালকৈ খোয়া । সোণাকুলী তাতে বটাটো
থই-তয় যা ।

[সোণাকুলীর প্রস্থান ।

অবস্খী । বাক সখি ! তোমার শপথ ! তেঁওর শপথ, আইর শপথ, বাইর শপথ, । এতিয়া কোথা ?

নবমী । সখি ! কালি তরিত কাঁইট পাইছিলানে ?

অবস্খী । নাই ! কিবা শক কাঁইট ফুটিছিল হবলা ।
আপুনি ওলাই পরিল ।

নবমী । মোরে শপথ সখি সঁচাটক কবা । কিব ফুটিছিল
জনা নাইনে ?

অবস্খী । তোমার শপথ জনা নাই ।

নবমী । ময় গিয় হই থকা ঠাইর পশ্চিমে ফুলনী বাগির
বাঁও ফালে চঁপা ফুলর পোনে চোবা নাইনে ?

অবস্খী । তেনেকেই নাই । কিসত্তো ?

নবমী । তাত এজন আছিল ! সেই জনক দেখিবর গেরা
সখি ! অছির হইছে । দিনে রাত্টিবে তেঁওকৈ
ভাবি আছোঁ । কালি বাটত কি কথা হলোঁ নহলোঁ
একো মনত নাই আরু সখি চোবা চোন সপোনতো
তেঁওকেহে দেখে । তেঁওকেহে যদি নেপাও ডিঙ্গীত
কটারি দি মরিম ।

অবস্খী । (মনে মনে) উর্জশী লগে গি কথা কইছিল সঁচা
হল । (স্পষ্টকৈ) তুমি তেঁওক চিনানে ?

নবমী । সখি ! নিচিনো ।

অবস্খী । (মনে মনে) উর্জশীর সকলো কথা সচা ।
(স্পষ্টকৈ) সেই ফুলনীটেল যিজন গইছিল সেই জন
মোব এক সম্বন্ধে দেওর হব । তেঁওর মোমাইয়েকব
পুডেক । তেঁওব নাম রামচন্দ্র, মাতোতে রাম বুলি
স্বাভে ।

নবমী । হা রাম ! রাম ! রাম ! সখি মোক এতিয়া অং করা ।

অবস্খী । বাক সখি ! ময় যতন করিম । তুমি অছির

নহবা । ময় তেঁওক ঘরলৈ মাতি নি বুজাই পৰাই
তোমাংক সিযাম ।

নবমী । সখি ! বুজাব নৈলাগিব । তেঁওরো মোলৈ মন থকা
অমাণ পাইছোঁ ।

জয়ন্তী । বাক সখি ! তেনে হলে নেভাবিবা । হি়র হই
থাকা এতিবা ময় আহিলোঁ ।

নবমী । বাক ! ময়ো এতিবা ভিতরলৈ যাও । সখি যেতিয়া-
লৈকে তোমাংক সন্ধান নেশীও, তেতিয়ালৈকে
মরি থাকিম ।

[ইতি নিষ্কান্তাঃ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।



তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হরনাথর বাগি ।

হরনাথ, দেবদত্ত আৰু রজনীকান্তৰ প্ৰবেশ ।

হরনাথ । ককাই ! মোমাইয়েকৰ ঘৰৰ পেরা আছিবৰে পৰা
লৰাটোৱাৰ অস্তাই নাই ।

দেবদত্ত । ওঁতো ! দেখিছোঁ । সি হুঁচু আকৌ মোমাইয়েকৰ
ঘৰলৈ যাব । কেই দিন মান ধাওক । কাঁকুয়া
বামনবৰ্মী আৰু বিহু আহিছে । পিছেও যাব ।

রজনীকান্ত । মমোতো ককাই তাকে কৈও ।

হর । মোৱো পঠিযাবৰ* ইচ্ছা নাই । মাকেও পঠাব
নোখোজে । মোমাইয়েকৰ লৰা চোৱালী নাই তাকে বৰ
মৰম কৰে । এজনি চোৱালীও খুজিছে । সি কেই
মাহ মান ধাওক ।

দেব । লৰা পঢ়ি শুনি উঠিছে । কিবা কৰ্ম কাৰ্য
চেহঁতা পাইছানে ?

হর । এঃ ককাই তোমোলাকৰ আশীৰ্বাদে জীয়াই
ধাওক মাখোন । “ চাকৰী ” কৰিব মেলাগে ?
তোমোলাকৰ ভৱিষ্যত ধুলীয়ে এনেই থাই বই
* থাকিব পাৰিব ।

দেব । নহয় । তেও এটা “ কাম ” থাকিলে ভাল । তেহে
মানুহে, জাৱে আৰু ভয় কৰে । কাম মেথাকিলে

অইন হেজার হওক, মানুহে মানুহ হেন মেদেখে ।
 বর সাহাবর তলৈ গলেই তোমার পৌষার কাম হব ।
 সেই সাহাবর গুণব কথা কি কম ? যিবিলাক
 • সঙ্গুণ মানুহর থকা উচিত সেই সকলো
 তেঁওর আছে ।

রঙ্গ । এতিয়া এনেছে দিন পরিছে যে কাম মেথাকিলে হেজার
 বর মানুহর কি সজব খরর লরা হওক, হাজার ধন
 থাঁওক, তেও এখন দোলাত উঠিলে কি ববজাপী এটা
 ধরাই গলে কোনো কোনো চকুপোবা মানুহে
 বোলে “এই ডাল বা কেনে ? কান মাই কাষ মাই
 শুদা ভেম মারি ফুর ” এই বিলাক মানুহরনো গিযান
 কাহানি হব দেও ?

হর । এঃ কিবা কোথা ! সেই বিলাকর বিবেচনা নাই ।
 সেই দেখিছে তেনেকেই কষ । কাম হলেই যে পরর
 তত আপোনার স্বাধীনতা স্বরূপ রত্নে মইতে শরী-
 রটা বিক্রম করিব লাগে তাক নেজানে । পিতৃ
 মাতৃ হই লরাক যদি সেই দরে শরীরটোকে
 বিক্রম করিবলৈ দিলে । তেন্তে ই সজ পিতৃ মাতৃ
 আর উপকারীর কর্ম নহল । মোবারা মোবারাতহে
 চাকরীটল মন দিব লাগে । ইয়াক মানুহে বিবেচনা
 নকরে । এজনক আমার ইয়ার এজনে “তোমার অযুকার
 দরে তাল চাকরী হওক ” বুলি আশীর্বাদ করিছিল ।
 তাতে সেই জনে তাত ভেনে প্রাণ করাত আশীর্বাদক
 জনর খদ্দত ঠাই নাই । ছুরীসার দরে হোবা
 হলে সর্জনাশ হল ইতেম । এরি খেলোয়া
 দেও সেইবিলাক মেগুরিয়া কথা । হের দিগদতী
 বাপাক মাতচোন ।

নিগদ্যতির প্রবেশ ।

নিগ । দৌড়া, বাপা বর বপার ঘরটল গইছে, তিতরর ছু
কিবা কিবি কেঁয়া পটীর পেরা আমি দিব লাগে ।

হর । বরবণা জানো ঘরত নাই ? *

নিগ । আজি প্রতুষে রাজকার্য্যত পবগনার্টল গল । একো
কিমি বিকি ঘরত দিবং নোয়াবিলে । সেই দেখিছে
আমার বপাক কই গইছে ।, টেও* অলপতে
মাখোন গইছে ।

হর । ককাই, মুক্তিয়ারর ঘরটল যাও বলা । তাতে ছটাল
মান চৌপট খেদি আছৌগই ! দিনটো মেয়াব
নুপুয়াই দেও ।

[ইতি নিঙ্কাস্তাঃ ।

দ্বিতীয় দর্শন ।

শিবকান্তর বাণী ।

নবমী. আক জয়ন্তীর প্রবেশ ।

নবমী । সখি ! তুমি যাবরে পেরা ময় যেমেকই সময়
খেদাইছে। তাক কবর ঠাই নাই । নিমিবকে বচর
হেন দেখিছিলো ।

জয়ন্তী । এনের এনেই কথা । ছুকুতে কনটো পকাব পাগ্ননে ?
তোমার, যে কার্য্য সিদ্ধি হবর লক্ষণ হইছে ।

নবমী । সখি ! মোরে শপত, বধলাগে । কোবা, কি হল ?
* কি বুলিলে, মোরে শপত, সোনকালে ?

জয়ন্তী । তুমি মন দি শুনা কি কি হল । টেও পবগনার্টল
গল ।, ততাত্ত্ব্যটক ঘোষাত বস্ত্র বেছানি কিমি বিকি

দিব নোঁয়ারিলে, তোমার তেঁওব আগত (নবমীর দীর্ঘ নিশ্বাস) কই গকেছিল। তাতে তোমার তেঁও (পুনর্বার দীর্ঘনিশ্বাস) বস্ত্র বেছামি তিমি দিবলৈ আহিছিল সেই ছলতে ময় কর্লে।। ছেনে সখীয়ে তোমাক চাব খুঁজিছে তাতে তেঁও মাতি হইছে আর তোমালৈ মরমেরে হাতর আজগীণি দি পাঠাইছে। (এই বুলি আজগীণি দিলে)

নবমী। (আজগীণি চুম্বন করি) সখি! তোমাব প্রতি ময় যে কিমান সন্তুষ্ট হইছোঁ কব নোয়ারোঁ। যিমান দিন জীয়াই থাকিম সিমাম দিন বাধিত হম। তুমি পিতৃ মাতৃর কার্য করিলা। সখি কতনো? কেনেকই?

অযন্তী। আজি আমার ঘরলৈ তোমাক শুবলৈ মাতিম। আমইবে এরি দিব। তাতে সখি! ময় এতিয়া আম-ইত তোমার যাবর কথা কও গই।

নবমী। সখি! যেতিয়ালৈকে তুমি যোক দিবলৈ নাচা তেতিয়ালৈকে ময় বাট চাই থাকিম।

[জয়ন্তীর প্রস্থান।

নবমী। (মনে মনে) হে অগদীশ্বর মোর প্রতি প্রসন্ন হোবা। আজি যেম কার্যটি সিদ্ধি হয়। হে কামদেব! মাথ সম্ভাবণর নিয়ম শিকাই দিয়া।

[ইতি প্রস্থান।

তৃতীয় দর্শন ।

রাজআলী ।

মঙ্গলুর প্রবেশ ।

মঙ্গলু । হেঁই আই ! কুসলনো কাব নাম । তাকে ভাবি
চিন্তি উলিখাব নোয়ারিলে । কোমনো হল ? চোখালী
জনি বর দুই । তেও তাইর ঘোটল মন থকা জানা
যায় । বাক দেখরে গি কবে । ময় যতন নকবো ।
বণিয়া কুকুবর পুতেকে কামসেন্দুব নিদিলে । বোলে
হেনে নাই । গোয়া হলে কথাই আছিল ।

হরিপ্রিয়ার প্রবেশ ।

হরিপ্রিয়া । নবমী আইতীর গা বেগা আছিল বোলে ।
বাক হইছেনে ?

মঙ্গলু । অলপ করিছে ছেন দেখিছে । আই ।

হরি । আইর আগত কবি কেই খন মান শক সূতাব চেলেদ
লগাইছে । কিনে যদি কিনিব ।

মঙ্গলু । বাক আই ! কম ।

[হরিপ্রিয়ার প্রস্থান ।

মঙ্গলু । কি সুতিযেরেণো এই কথার সন্তেদটো লও । ময়
কোন ক্রুপে পীও ।

নিগতির প্রবেশ ।

নিগতি । হের ভয় কোন অ । এই দরে বাটে বাটে বলকি
যাব ধরিছ ?

মঙ্গলু । কিয় দেখা নাইনে ? মানুহ । দুখন হাত, দুখন
ভরি, দুখন কান, এটা মাক দুটা চকু আছে । দেখা
নাইনে । এই মানুহটা বাক ! দেখিও নেদেখে ।

নিগ । বোলোঁ তব কত থাক ?

মঙ্গলু । কিস মাটির ওপরত, আকাশর তলত, খুটাব কাণত
কেতিয়াবা বা ঘরর ভিতরত কেতিয়াবা বাহিবত ।

নিগ । তোর সব কত ?

মঙ্গলু । মাটির ওপরত । আগৈয়ে কনা বুলিছে জানিছিলোঁ ।
এতিয়া জানিনোঁ । তব কলাও । এতিমাই, দেখোঁ
কলোঁ, মুশুনিলিনে ? কটা ইও এটা মানুহ ।
খাইনে চাই !

নিগ । কার ঘরত থাক ?

মঙ্গলু । তাকে নকস কিয় ? শিবকান্ত ডাঙ্গবীয়াব ঘরত

নিগ । তব কার পুতেক ?

মঙ্গলু । আইর ।

নিগ । আইর পুতেক । ই কি অ ?

মঙ্গলু । ইষাকে বুজিব নোয়ারিলি । মোর আনো বোণাইর
ঠিকনা আছে ? কার নামনো কন ?

নিগ । তব তেনে হলে জহরা ?

মঙ্গলু । তব হে জহরা সাপেহে সাপব ভরি দেখে । তব জহরা
সেই দেখি মোকো জহবা হেন দেখিছ ।

নিগ । কটা ! ই মানুহটো বর দুষ্ট ।

হরনাথর প্রবেশ ।

হরনাথ । নিগদতি তব ঘরলৈ যা । ঘরত কোনো নাই ।
সব এই কালর পেরা আহোঁ ।

[ইতি প্রস্থান ।

মজলু । ভাল সারিলি যা বাণেকে ।—— এই কথাটোর সঙ্গেদ
মললে মছয় । কাত শোধোঁ কি করোঁ । যা !
ঘরটেকে যাও ।

[ইতি প্রস্থান ।

—o-o-o—

চতুর্থ দর্শন ।

জয়ন্তীর গল্পনাগায় ।

জয়ন্তী আক হাতত জপা, সিন্ধিতে
নবমীর প্রবেশ ।

নবমী । সখি ! কেতিয়ানো ?

জয়ন্তী । সখি ! ব্যস্ত হোয়ানো কিয় ? অলপ ঠৈর্য্য ধবা ।

নবমী । সখি ! মোর আজি পিঙ্কিব উবিবল নব ইচ্ছা
গইছে হেন পাইছেঁ ।

জয়ন্তী । সখি ! আর্হাঁ ! তেনেহলে তোমাক আযতিব দরে
কাপোর চাপোব পিঙ্কাই দিও গই ।

নবমী । মম মোঃ সকলো অলকার লগত লই আহিছেঁ ।
তুমি মোক পিঙ্কাই দিয়া যুঠে ।

জয়ন্তী । বাক তেনেহলে যুব মেলোয়া । মম সাজটো
লই আর্হোঁ ।

[জয়ন্তীর প্রস্থান ।

নবমী । আজি মোব এনে আশা হইছে ! ইমান দিন চুলি
কেডাল ভেবুর পরি আহিল । হাত কান শুদা

আছিল, আজিহে এনে ইচ্ছা হল । আহা ! সন্তোষ
 কেনে সুখভোগ । এনের পরা যি আঁধার বঞ্চিত করিব
 খোজে তার সর্বনাশ হওক । (অলঙ্কারর প্রতি
 ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি করি) এই ধাক ! এই মনি ! এই
 মামলী ! এই খাজু ! এই সিতিপাতী ! এই জুন্নুর !
 এই খুরীয়া ! আহা ! দেউতায় অনা এই চুরী !
 এই নথ ! এই চন্দ্রহাব ! এই বিলাক তেনেই পরি
 থাকিল হেঁতেন । মোর নিমিত্ত এই মনুষ্য অম্ব
 বিশেষকৈ এই গাভরু কাল রুখা হল হেঁতেন ।
 ইয়াক পিঙ্কাত জানো মোর পাপ হয় কেতিয়াও
 নহয় ।

জয়ন্তীর প্রবেশ ।

জয়ন্তী । আহা ! অলঙ্কার আর কাপোর পিঙ্কাত । এই বুলি
 আঁধারি সাজ পিঙ্কালে ।

জয়ন্তী । (পিঙ্কাই উঠি) আই অ মোর সোনাই কেনে সুন্দর
 দেখি ! সখি ! চুমা এটা দিয়া । (চুম্বন)

নবনী । সখি ! মর কেনেকেই সন্তোষ করিব লাগে নেজানো
 শিকাই দিয়া ?

জয়ন্তী । সকলো কর্মত গুরুমুখ মহলে শিকা নেয়ায় । কিন্তু
 ইয়াত তাক নেলাগে । অতাবে আপুনি শিকাই ।
 বাক ! মন করা চোর 'ফুলদীর বারিত কোনবাই
 তোমাক কিবা শিকাই দিছিল নে ?' সখি ! আজি
 তোমার আঁকো বিয়া চায় ।

নবনী । (দীর্ঘনিশ্বাস) সখি ! যি করা করিবা । রাত্তি অনেক
 হল । টোপনীয়ে ধরিছে ।

অযন্তী । আছেহে লাগে । রাতি সরহ হোবা নাই । বাক
পিছে টাম কেনে চৌপনীয়ে ধরে ।

নেপথ্যর পরা । বোঁ ! ছয়ার মেলা । সোনকালে এটা কথা
কই বাঁও ।

নবমী । সখি ! আকৌ যাব বোলে ।

অযন্তী । বাক ইয়ার প্রমাণ পাবা । কয়হে এনেকেই । ময
ছয়ার মেলি দিও তুমি ইহাতে তালকৈ বঁহা ।
(কপাটোদঘাটন)

রামচন্দ্রর প্রবেশ ।

রামচন্দ্র । (নবমীক আঘতির বেশে মিরীক্ষণ করি চিনিব নোয়ারি)
বোঁ ! এটা কথা আছিল— এঁওনো কোন ?

অযন্তী । তুমি শোখা ।

নবমী । (নবমী লজ্জান মদ্রমুখী) সখি ! তামোল কেই
খনমান কাটা . বপাকো দিয়া, তুমিও খোদা, থাকে
যদি বোকা দিয়া ।

রাম । বোঁ ! এঁওনো কোন ?

অযন্তী । যাক তুমি ফুলনীত কটাক্ষ স্বরূপ অস্ত্র প্রহার
করিছিল, সেই অস্ত্রাঘাতত অজ্জরিতা হরিণীটীক
ময কত যত্নে বাধিছোঁ । ব্যাধে ঐষধ নিমিলে তার
ঐষধ কোন্সে দিব ?

নবমী । সখি ! কটারি নাই কিহেরেনো কাটো । জীক-
ফুলীক মাতা কটারী খল লই আছক ।

অযন্তী । সখি ! বুঝি হলান্নে কি ?

নবমী । কেনে ?

অযন্তী । দাঁতেরে কাটি দিয়া ।

নবমী । অকল তোমাক পাবোঁ ।

রাম । অনুগ্রহ করি দিলে আমিও সেই মুখামৃত পাবর
অভিলাষ করবো । তেও নহলে— এই কটারি আছে—
মিষা । এই ধন তেওর তামোল কটার বেচ ।
মোটেল এজন বন্ধুয়ে অনেক দুইয়ের পেরা পঠাই
দিছিল ।

অবন্তী । সখি ! হাত মেলি কটারীখন লোয়া ।

নবমী । তুমি লোয়া !

অবন্তী । মম তোমাব বস্তু কিয় লম ? যোয়া সখি ! যোয়া
ছিঃ (নবমীব কম্পন) ছিঃ সখি যোয়া । • (টানি'
পাঠিওয়্যাত নবমী অগত্যা গই কটারী খন ললে)

নবমী । (লঁওতে ঈর্ষা শ্লুথ অনুভব করি) দন্য এনে সুখ
কত আছে ? এই সুখ চিরকাল যেন থাকে । হে
ঈশ্বর ! (তদনন্তব তামোল কাটি) সখি মিষা ।

অবন্তী । তুমি মিষা । মম হে দিব পাঁও তুমি মেপোয়া নে ?
মোব হে ঘরনে ই তোমাব ঘর নহয়নে ? মোব হে
আলহিনে ?

নবমী । (অগত্যা তামোল দি) সখি ! মম এতিয়া বাঁও ।
এবাব বাহিবটেল নগলে নহব । মোর বরটেক গা পুরিছে ।

অবন্তী । (রামচন্দ্রর প্রতি) নপা ! মম তোমাক মোর এই
সখি *নবমীক গতাই দিলো । তুমি এওঁ য়ে সইতে
কথা বার্তা কোয়া । কিন্তু 'ছুইতো' কইহোঁ ছুইতো
ছুইরো যেন প্রেম প্রীতি থাকে । অন্যরূপ যেন নহর
মানুহে ঘি কয় কওক' । যদি আনুহে হয় তেন্তে
ধর্ম্মর আগত তিনিরো পতিত হব লাগিব । সরহ
নকঁও, তোমালকে এতিয়া ছুইও ছুইত মন সমর্পণ
করা তেনে হলেই হল । উভয়ে (মনে মনে) বাক—
(নবমীক রামচন্দ্রর হাতত দিলে) ।

জয়ন্তী । বপা ! সখি তোমার আজির পরা ধর্ম্ম পত্নী হল ।
বাণা থাকা । সখি থাকা । মম এতিয়া যাও । বাণা মম
যেনে, সখিকো সেই দরে মমম করিবা । তুমিএ তেঁওর
সর্ব্বস্ব হল ।

[জয়ন্তীর প্রস্থান ।

নবমী । সখি ! মমো যাও , (নবমীর প্রস্থানোদ্যোগ) ।
রাম (নবমীর হাতত ধরি) মম তোমাক এরি দিব নোয়ারে ।
•সখিযাই গতাই দি গইছে । মম কেনেকেই তোমাক
এই এন্ধার বাতি এরিদিও । (নবমীর সর্ব্ব শরীর
কম্পান অথচ বল প্রকাশ) । •

বাম । মম কেতিয়াও নির্দিও । সখীঘেরে বেয়া বুলিব । বাক
বোঁ আহক তেতিয়া যাবা । তেও যদি নেথাকা,
মোর যে বস্তু নিলা তাক দিবা ?

নবমী । (কটাবি খন দি) যাও ।

রাম । কটাবি তোমাক দিছোঁ । মোব মন যে নিছা
সেইটী দিবা ?

নবমী । এতিয়া এনে দিন কালেই হইছে । চোবে আকোঁ
গিরিইতকে চোর বোলে । মোব ফুলনীত যি অবস্থা
হইছিল আক এতিয়া হইছে, তাক মমহে জানিছোঁ ।

রাম । সঁচা । বাক মম চোব আক দুঃখ দিঁওতাও তুমি যি
ইচ্ছা সেই দণ্ড করা । (এই বুলি ছুইও বহিল) ।

নবমী । মম অতলা ! মোর প্রতি বল প্রকাশ মকরিবা ।—

রাম । কি বল ? মম নীচেই বল হীন হইছোঁ, মম কি বল
প্রকাশ করিম ? যাদু ! মম মোত নাই ।—মোর বাবদীয়
অঙ্গ শরীর মন সকলো বিলাক তোমার রূপ লাভণ্য
কর্জুক পরাক্রুড হইছে, আর চুখকে যেনেকৈই লোক

আকর্ষণ করে সেই কপে আকৃষ্ট হইছে ! মম করোঁ
বুলি একো করিব নোয়ারোঁ ! মোর শক্তি নাই !
হে প্রিবে ! তুমি মোব শক্তি ।

নবমী । (অগত) পুরুষ বিলাকে কেনে সুন্দরে কথা কয় আছা !
এনে কার কঠিন প্রাণ আছে যে, আত্ম নহব ? (প্রকাশ্যে)
কিন্তু মম দুর্বল আক অনাথিনী, আরু ছত্র হীন ।

রাম । হে প্রিবে ! মোর প্রতি প্রসন্ন হোঁষা ! মোর কায
বাঁকা মম সকলো তোমাত সমর্পিলোঁ ! আরু মম
সর্ব প্রকার তোমাব সহায়তা ভজিম । হে চন্দ্রমুখি !
মোক গ্রহণ করা ! নতুবা সত্যো ! সত্যো ! মম মরিম ।
মোর প্রাণ কৃষ্ঠাগত ! মোক এটোপা পানী দিয়া ।
বর পীয়াহ লাগিছে ।

নবমী । (অগত) আছা ! কেনে কোশলেবে আপোনার ভাব
প্রকাশ করিছে । (প্রকাশ্যে) শপত নেখাবা ! কিমনো
লোকে কয় বোলে মমমব মিছা কথাত চিত্তগুপ্তে হাঁছে—
(ওচরতে গিলাশেরে পানী আছিল তাকে দিলে) ।

রাম । (বর আগ্রহে পানী গোটাই গিলাশ খায়) যাছু !
মোব কিঞ্চিৎ তৃপ্তি হল ।— কিন্তু মোর গা বরটেক
ঘামিছে আরু গরমি লাগিছে । যাছু ! মোর সম্বন্ধি
অনুগ্রহ প্রকাশ করা ! মম তোমাব অক্লীত দাগ ।

নবমী । প্রভো ! মম তোমার দাসী ! মোক রূপা করা !
মোর সকলো তোমাত সমর্পিলো । মম (দীর্ঘনিশ্বাস)
বিধবা পরাধীনা ! মোর প্রতি আপুনি কিয় ইমান
আকুল হইছে । মম আপোনাক কেনেকৈ আপোনার
ইচ্ছা সম্পূর্ণ কবি আরু মোরো ইচ্ছা সম্পূর্ণ করি
“ হাউস ” মিটাই সুপ্রসাদ কবিম ? বহু বাধকতা আছে
মম পানীরসীর পরা আপোনার বহু অনর্থ হব ।

রাম । যাহু! তুমি মোক গ্রহণ করা! তোমার নিমিত্ত মম
হেজার বার কটা যাম । যাহু! তোমার পরা মোর
একো অনর্থ নহব । আরু যি হব তাক স্বীকার
করিলে ।। প্রাণ! প্রাণ যায় ।

নবমী । ছির হওক! গাটী বরকে ধীমিছে মম অলপ মান
বিহোঁ । আপুনি বাগর দিয়ক । (এই বুলি বিছিবটল
ধরিলে আরু রাম বিছনাতে বাগর দিলে ।

রাম । (নবমীর ছুইওটী হাত বুকত লই) হে ঈশ্বর! তুমি সাক্ষী
হে ধর্ম! তুমি সাক্ষী! হে পরমাত্মন! তুমি সাক্ষী!
আজিব পরা এই নবমীক মম পত্নী স্বীকার করিলে ।
আরু মোর সাংসারিক সহায় কারিগী স্বীকার কবিলে ।
মোর কাষ বাক্যে মন শক্তি সকলো এঁওতে সমর্পিলে ।
আরু এঁও মোর অস্থি অস্থি মাংসর মাংস আরু চালর
চাল হল । হে ঈশ্বর! হে প্রাণ! (এই বুলি নবমীক বাঁও
হাতেরে গাটল টানি আনি অর্দ্ধ শবীষ গাত লগায়
সোঁও হাতেরে নবমীর মুখর ঘাম মচি মুখ ধনি
লারিবটল ধরিলে) ।

নবমী । (তদনাত চিন্তে) হে ঈশ্বর! হে ধর্ম! তুমি সাক্ষী! মম
ইমান বুজালো তেও নুবুজিলে মমও প্রথমতঃ মনব বেগ
সম্ভালিব নোবাবিলে । মম অনাগিমীর প্রতি ব্যাকুল
হই এঁও একাগ্র চিন্তে প্রাণ সমর্পিলে । হে ধর্ম! মম
আজির পরা এই পুরুষ এই রামক স্বামী স্বীকার কবিলে ।
হে পরমাত্মন! আমার এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হওক ।
আরু তুমি করা । “স্বনিস্থিতি হুবা তুমি, যেন করো-
শুঁহা স্বামী, স্ববিক্রম করিবো তেনম” । (রামর
প্রতি) । “নেবিবা বান্ধব স্বামী জীবনে যবণে, সত্যে
সত্যে প্রাণনাথ পালিলে শবণে ।”

রাম । হে ঈশ্বর ! হে প্রাণেশ্বর ! তোমার ইচ্ছা ঈশ্বরে
সম্পূর্ণ করাওক । হে যাহু ! (এই বুলি দ্বেহপ্রকাশ) ।

নবমী । তোমার নামটী—জামোবা সীতার দরে করা ।

রাম । তেলে হলে মোর নাম নবমীবল্লভ ।

নবমী । না ! না ! নামে কি করে ? গোলাপক যদি গোলাপ
নুবুলি পলাশ বোলা যায় তেও সুগন্ধ পোষা মেযা-
বনে ? ও ! মন চোর !

রাম । চাঁও কোম মুখেৱেনো মোক চোর বুলিলে । (ওরনি
ওছাই) অঃ এই খন মুখ (চুষন) ।

(সাত্ত্বিক ভাবর আবির্ভাব) *

নবমী । মোর আঞ্জি গাঙটাও বরকৈ পুরিছে । চাকি গছো
বরকৈ জলিছে ।

রাম । বাক ! শীতল করে । (প্রদীপ নির্বাণ) । বাস্যাঙ্গি ।

[ইতি নিষ্কান্তঃ ।]

পঞ্চমঃ দর্শন ।

জয়ন্তীর বাসি ।

নবমী আৰু জয়ন্তীর প্রবেশ ।

জয়ন্তী । সখি ! কেনে ?

নবমী । (লজ্জায় মজমুখী) যেমন দেখিছা ।

জয়ন্তী । তাকেতো ! একে দিনতে এনে আলু খালু হল ।

* স্তম্ভধ্বনোৎপত্তিরোমাঞ্চরতমোৎসবপথো ।

বৈবৰ্ণমজ্জপ্রলয়ো ইত্যুভে সাধিক স্মৃতাঃ ॥

চুলি বোর কেনে আউল আউল হইছে ? মুখ
খন কেনে উঠই উঠছি দিছে ? চকু ছটা
কেনেকেই উখহিছে । কিমান রাতিটল সারে
আছিল ।

নবমী । তোমোলাকর ইয়াত যেনেহেঁ বহ টোপনী নাহে ।
রাতিপুৰাহে শুইছোঁ ।

অন্নস্তী । হমতো এতিয়া—বাক সখি ! তুমি অকলসরে এটা
ঘরত শোয়া নহব ?

নবমী । • হর ।

অন্নস্তী । তাতে আজিব পেরা শুবা । ময় বুধি করি দিম ।

নবমী । তুমি যি করা সেই ।

অন্নস্তী । বাক তেনেহলে ময় আমইত কঁওগই বোলোঁ ।
সখির তরুণ কাল ইয়াত শুব নেলাগে, আমার
ইয়াটল সর্কদাই খেল ঢেল খোদবটল মানুহ আহি
থাকে ।

নবমী । বাক সখি ! তোমীত আরু কি কম ?

অন্নস্তী । ইকথা প্রকাশ নকরিবা ।

নবমী । এতিয়া ময় ঘরটল যাও । (প্রস্থানোদ্যোগ)

অন্নস্তী । সখী ! সেন্দূর অলঙ্কার ।

নবমী । (দীর্ঘ নিশ্বাস পেলাই) তেনে হনে ধরোঁয়া ।

অন্নস্তী । মোব সত নেয়ার । তুমি আপুনি ধরোঁরা ।
আরু ময় চাই থাকিব নোয়ারিম । সিঘরটল যাও !
তুমি আপুনি যি করা করা ।

[অন্নস্তীর প্রস্থান ।

নবমী । (মনে মনে) আমার কালি যথার্থ বিবাহ সিদ্ধি
 হইছেই । এতিয়া থাকিলেও হানি নাই । তথাপি
 দাক্ষণ দেশাচারের যুরত মেওচম কেওচম দি খইও ।
 হে জগদীশ্বর ! এঁওতে যেন পতিব্রতা ধর্ম
 প্রতিপালন করিব পারোঁ । (অলঙ্কারাদি খসাই)
 এই হতভাগিনীর এই বাগ্গা—

[ইতি প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ।



চতুর্থ অঙ্ক ।

—o—o—o—

প্রথম দর্শন ।

হরনাথর বাটী ।

হরনাথ আঁকা দেবদত্তর প্রবেশ ।

হরনাথ । ককাই ! বামব মোমায়েকে চিঠি লেখিছে বোলে
ডালৈ হুন্ কটকীর ঘরব এজনি চোষালী খুঁজিছে ।
কি বোলা নো ?

দেবদত্ত । কিনো বুলিম ? লরাব বিয়া দিবর সময় হইছে ।
এতিয়া হলেই হয় ।

হর । ককাই ! মোর মনে হলে এই জনি চোষালী ওততীও
কিয়নো মোর আঁয়ে মোর আগত কইছিলে বোলে
কটকী, কাকতী আঁর মহাজনের ঘরর চোষালী বিয়া
নকরাবি । বাস্তবিক কথাও হয় । ইহঁতর প্রায়
চোষালী বর দন্দুরী আঁর চঞ্চলা ।

দেব । তেনে কথা নয় । আমার ইয়ার এজনে কইছিল বোলে
মহাজনের ঘরর চোষালী বিয়া নকরাও । করালেও তার
হাতে পীও নলও । পিছে এজনি মহর দুজনি মহাজনের
চোষালী বিয়া করালে । এজনির এটা রত্নর নিচিনা
বর কীর্তিমান লরাও হইছিল । সেই লরার হাতে
ওঁও পীও লইছেনে নাই কেনেকৈই কম ? যদিহে
লোয়া নাই তেনে ওঁওক বর দুর্ভাগিয়া বুলিম ।
বোধ হয় তেনে হয় সেপার ।

হর । যি হওক এই জনি চোখালী খুজিবল হাকনি পঠাও ।
 দেব । দিবা ! নয় এতিয়া ঢেকায়লী পঠায়ে ধাঁও । এখন
 তক্তাপোশ কিনিব লাগে ।

[ইতি নিষ্কান্তঃ ।

দ্বিতীয় দর্শন ।

শিবকান্তর বাটী ।

নবমী আক জয়ন্তীর প্রবেশ ।

জয়ন্তী । সখি ! আজি কালি গা কেনে পাইছা ।

নবমী । সখি ! যেনে রাখিছা ।

জয়ন্তী । তোমোলাকর তাল যোরা ধাইছে ।

নবমী । কেনে ?

জয়ন্তী । কিয় রামনবমী ! কেনে চিকোন যোরা ধাইছে ।

নবমী । তোমার আশীর্বাদ সখি !

জয়ন্তী । আজি রামনবমী নহয় ? আজি রাতি তেনে হলে
 রাম সীতার দরে তোমোলাকর কুগলরূপ দর্শন
 করিম ! তুমি এতিয়া নিতৌ অলকার আর কাপোর
 পিঙ্কা নহয় ?

নবমী । রাতি পিঙ্কা দিমত হলে ধাঁই ধাঁও । কেতিয়াবা
 সমুলি নিপিঙ্কা ।

ফুলেশ্বরীর প্রবেশ ।

ফুলেশ্বরী । আই ! জয়ন্তী ! সখিরেরর ঘুর চোরটো
 মেলাই দিবি ।

জয়ন্তী । আই ! দাঁও আর দিমডো ।

ফুলে । তাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাণের চাপোর আর
ধাক মনিও পিছে । একে জমি চোখালী কেনেকেইনো
চাই থাকিম ?

জযন্তী । তাকেতো আমিই !

ফুলে । আই ! নবনী ! তব সখিধেরে সইতে উমলী থাক
মম অধ্যাপকর ঘরলৈ যাও ।

নবনী । আই ! সখিষে আজি ইমাত্তে তাত খাব আর শুবও ।

ফুলে । বাক ! তেমে হলৈ গাকর তলতে পবসা আঁছে কিবা
কিবি কিমি আমিবলৈ দে আর রাঙ্কনি ঘরত কিবা
আছে দুইও থা গই ।

[ইতি প্রস্থান ।]

জযন্তী । সখি ! মম একেবাবে ঘরত আইর আগত কই
আহৌগই । দেই ।

নবনী । বাক সখি ! যোরা সোমকালে আহিবা ।

[ইতি নিদ্ৰাস্থাঃ ।]

তৃতীয় দর্শন ।

কামদেবর বাগী ।

কামদেব আৰু রামচন্দ্রর প্রবেশ ।

কামদেব । বন্ধো ! মম সিদ্ধি কবরে পেরা ন্তুমি যে নবমীর
পরা মম পালটাইছা ইয়াত ভাল পাইছোঁ ।

রামচন্দ্র । হব বন্ধো ! সি মিচা । এতেকে তেমে কর্ম
করা ভাল লহুয ।

কাম । ময় তোমাক কঁও বন্ধো ! তেনে কর্মত বিশেষতঃ
নবদীত পাণ আছে ।

রাম । তোমার আশীর্বাদত যে বন্ধো মনব গতি লরিল ইয়াত
সঙ্কট হইছে । //

কাম । তোমাত কঁও বন্ধো ! ময় সত্যে কইছে । তোমার সেই
পাপের কার্য্যর পবা মন পালটন হোয়াত বর সন্তোষ
পাইছে । ই বর পাণ জনক কার্য্য ।

বাম । হু্য বন্ধো ! ময়ও সন্তোষ পাইছে । কি পাপের কার্য্য !

কাম । বিধবাত পতিত হোয়া—

রাম । অন্যান্য রূপে হলে বিধবা কি সধবা পতিত হলেই
পাপের খালত উত্তিব নোয়াবার্তকৈ পরিব লাগে । আর
নোর বিবেচনায় হলে সধবা চোমালীয়ে সইতে ব্যতি-
চার কার্য্য বিধবা অপেক্ষা বর দুখ ! কিয়নো তার
পবা এজনর হানি হয় । বিধবাত তেনে মহ্য ।
বিশেষ যদি যুক্তি অনুসাবে স্বামী ভার্য্যার দরে
ক্রিয়া হই ছির থাকা যায় অথবা বিধিমতে বিবাহ
করোয়া যায় তেনে হলে নীচেই দোষ নাই । কিয়নো
বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিহিত ।

কাম । বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিহিত । রাম ! রাম ! ইখন
নো শাস্ত্র ইমান দিন কত আছিল ?

রাম । বিধবা বিবাহর মত বহুকালর পরা আছে । পবাণর
মুনির বচন আছে । সংহিতাত পায় । কেবল ইমত
সাধারণ মতে চলিত নাই । প্রথম সহগমন , দ্বিতীয়
ব্রহ্মচর্য্য , তৃতীয় বিবাহ । এই তিন বিধ স্বামী
হীন হলে তিরোতাক শাস্ত্রকার সকলে উপায় দিছে ।
সহগমনতো এতিয়া হবই নোয়ায়ে । ব্রহ্মচার্য্যত্রত
করি থাকাও অতিশয় কঠিন । কিয়নো এতিয়া আমার

বল বুদ্ধি সকলো কম সুতরাং বিবাহ প্রশস্ত । যদি
বিধবা বিবাহ ঈশ্বরর অতিশ্রেষ্ঠ মহল হেঁতেন স্বামী
হীন হোঁয়া মাত্রেই কাম ঐকান্তি একেবারে তীরোতার
গল হেঁতেন । সিটোতো মহা ।

কাম । শাস্ত্রভ থাকিলেও দেশাচার নাই ।

রাম । দেশাচার ! ইঃ দেশাচার ! দেশাচারনো কি ? ইনো লর
হোঁয়া নাইনে ! সরহব কথান নকঁও আমার পিতামহর
দিগর দেশাচার আরু এতিবার দেশাচার কিয়ান লর চব
চোয়াচোন । দেশাচার এনে গম নোঁপোয়ারকঁ লর হব
লাগিছে যে কব ঠাই নাই । বহু দিনর যুবতহে
গম পায । বিশেষ বিধবা-বিলুকে তলে তলে ছল
লই লই বহু পুৰবে সইতে সহবাস করা, জগ
হত্যা করা কেনে পাণ । তাতকঁ এজনর বোঁনে
ভাবে হওক পাণীগ্রহণ বর আবশ্যক আরু তার পরা
বহু উপকার আছে । পাণ নীচেই নাই ।

কাম । তেনে হনে ভার্যা-স্বামীৰ স্নেহ কমিব ।

রাম । আনার দেশর বামুনর রাজতহে নাই ! অপব জাতিত
এই নিয়ম আছে আরু পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিব
রাজত এই নিয়ম আছে । তাহাতরনো কি হানি হইছে ?
কি স্নেহ কমিছে ? স্বামীহীনা হলে তীবোতা বিলাক
অধিকার নোঁহোঁয়া হয় । সকলোয়ে আশা করে ।
বিশেষ পুৰব বিনা সমসার যাত্রা তীরোতা বিলাকে
আচরিব নোঁয়ারে । বহু কার্যত পুৰবর সহায়তা
লাগে । এই সহায়তা নলওতে সেই পুৰবে সইতে
সেই স্বামী হীনার আলাপাদি হয় ; তার পরা ক্রমে
দুর্ঘটনা হয় । বিশেষ কোন বিধবার কার্য করোঁতে
প্রায পুৰব বিলাকর শেষ অতিপ্রায এই হয় যে //

তাইর সর্বস্ব অধিকার । অন্যর দ্বারা সম্ভাব নহব ।
বিধবা বিলাকেও সংসার যাত্রা নির্বাহ অসুবিধা
অসহ বোধ করি জ্ঞানাতাব প্রমুক্ত অগত্যা সুখালি-
লাবিনী হই, সেই শেষ অতিপ্রায়ত মান্তি হব । হলেই
খালত পরিল ।* এবার এজনব দ্বারা তেনে হলে পিছলৈ
লজ্জা ভব সকলো যায়, গলে সংখ্যা অধিক হয়, এই
রূপে দুষ্টিয়া বৃদ্ধি হব । আর যদি তাতে গোপনীয়
কার্য্যত ঈশ্বরর ঢোল বজোয়া হয় অর্থাৎ তীরেতো
অনীর গর্ত্তহব তেনেহলে ডাকনষ্ট করে এইরূপে দেশত
পাণ্ডর, সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হব লাগিছে । অধিক কি
এনেত দেশ তলটল যাব লাগিয়া হল । এতেকে বিধ-
বার বিবাহ হলে সেই সকলোরে দুয়ারত হেজার
বাঙ্কা হয় । বিধবা বিলাকর দুঃখর কথা শ্রবণ করিলে
আরু দেখিলে শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ।

কাম । বিধবার বিয়া হলে জানো তেনে কার্য্য নেথাকিব ?
রাম । থাকিব পারে ! কিন্তু সংখ্যা অতি কম ? ভেতিয়া
ওপরত কোথা নিয়মর দরে দুষ্টিয়ার অন্য তীরোতা
বাধিতা নহব । আর যি হয় কেবল দুষ্টিয়াশক্তির
পরা হব । ইযাক নির্মূল কবির উপায় আমার
বহু আছে ।

জীকাফুলির প্রবশ ।

জীকা । (রামচন্দ্রর প্রতি) ডেকা দেও !, বৌমাই মাতি
পঠাইছে । কৈয়াপটীর পবা হনু কিবা কিনি
আনি দিব লাগে ।

রাম । আজি কৈয়া হঁতর রামনবমী । বাক যাও যা । বৌর
আগত কগই বোলে হেনে মম আজি তাত তাত খাম ।

জীক। আই দেওযে আজি নবমী আইটীউরর ঘরত খাব ।

রাম। হওক যাঁ ! তেও তয কগই । বোলে হেনে আজি
রামনবমী । নুখুখালে কেঁরা পাটিলে দেবাও আর
ককাইটেল লেখি পঠায় যে আমি খুজিও ভাত
নোপোবা হলো ।

জীক। বাক ডেকা দেও ! সোনকালে মাতিছে ।

[জীকাকুলীর প্রস্থান ।

কাম। বোণাই সইতে বজ্জো ! ভাল কথা কোণা ।

রাম। মোর বো ভাল । বসিক আছে ! কথা কলে বুজে ,
বি নুবুজে মিছে খংকরে । এনে জনা মানুহ পাবটেল
নাই বজ্জো ! ককাইক এনোহ ভক্তি করে কবর ঠাই
নাই । বজ্জো ! বাক এতিয়া যয যাও ।

কাম। বাক বজ্জো !

[নিষ্কান্ত্যঃ ।

চতুর্থ দর্শন ।

নবমীর শয়নাগার ।

জয়ন্তী আক নবমীর প্রবেশ ।

অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ।

জয়ন্তী। সখি ! কিমান রাতিহো কোন পিনে আছে ?

নবমী। রাতি ডের পরমান মরাত পিছ ছ্যারেরে আছি মোর
ছ্যারত টিকিলী মারিলেই মর ছ্যার মেলি মিওঁ ।
ইপোনে এপর মান থকাতে যায ।

জয়ন্তী । তেস্তে তোমোলাকব রাতি ভালটক শোয়া নহব ?
 নবমী । মোর হলে তেঁওনাহে মানে আগে চৌপমী নাহিছিল ।
 বিছনাত শয্যাকটক হইছিল । কিন্তু এতিয়া তেঁওর
 আছিবর সময় জানি সঁজতে একেরিমান শোও ।
 গিছে ইপোনে বেলি এপর মানতহে উঠো । আই
 উকরেও নেমাতে বোলে চোখালী মানুহ শুইছে
 শোয়ক ।

জয়ন্তী । বেলিলই যে শোয়া তাক জানো । ময সেই দিন
 কেইবার আহি উঠতি গইছোঁ । তেঁও মরম করেনে ?
 এতিয়া কিবা শিকার লাগেনে ? (নবমী লজ্জায় নত্মুখী) ।

নবমী । প্রাণ আছিবব গঁমঁয হইছে ।

জয়ন্তী । বাক আহক দিয়া ভাই শত্ব নহব ।

নবমী । (ছুয়াবত টিকিলী শুনি) সখি ! আহিছে ছুয়াব
 নেলি দাঁও ।

নবমীর প্রস্থান আৰু উত্তর প্রবেশ ।

নবমী । সখি আছে ! দেখা লাইনে ?

রাম । খাওক দিয়া বোঁ হয ।

জয়ন্তী । বপা! তুনি মোঁর তত ভাত খাব খুজিছিল। ইয়াতে
 আজি খোষা । সখিযে ময়ে তুইও একে লগে বাতিটক
 ভাত খাম বুলি অনাই থইছোঁ । তুনি খোষা, সখিবে
 প্রসাদ খাওক, ময বাঢ়ি দাঁও । তেহে মোঁর মনত
 রংহব, আর হাবিলায় পলাব ।

রাম । তেঁওক মোঁর প্রসাদ দিব মেলাগে । বরধা—
 (নবমীয়ে ভাত আগবঢ়ায় দিলে) ।

জয়ন্তী । তেনে কব নেপায় । খোষা ।

রাম । কেঁয়া পটীর পবা আহি একে খোঁবাও নাই
তোকো লাগিছে ।

জয়ন্তী । মম নহা হলে আজি লম্বোনে থাকিলা হৈতেন ।

রাম । তুমি ইয়ার্লে নহা হোঁবা হলে মম তোমোলাকর তাত
খালোঁ হৈতেন । আরু নাখালোঁও সখিয়েব তেনে
নহয় । সখিগেরর মুখানুত পান কবিলেই তোক গুছে ।

জয়ন্তী । আরু রসিকালী করিব মেলাগে আমার অরসিকা
নহয় । খোঁবা । (আচ্ছাদিত স্থানিত রামচন্দ্রর অন্নাদি
ভোজন অনন্তর নবমীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন আরু
পুনঃ প্রবেশ) ।

জয়ন্তী । এতিয়া দুইএকেলগে বহাধরদেখি জাবিলায় পলুয়াও ।

রাম । বাক ! বহিলোঁ । (রামচন্দ্রব এবং নবমীর একাসনে
উপবেশন) ।

জয়ন্তী । যথার্থ রামনবমী ! সখি এই রূপ দেখি আজি মোর
মন তুষ্ট হল এতিয়া মোর মরিলেও হানি নাই ।
মম মেজানিছিলোঁ যে এনে দেখিম । বপা থাকা !
সখি থাকা ! মর আমইত খুজি কেইটামান তাত
খাও গই ইয়ার পরা আরু চুবা খন উলিয়াই দিও ।

নবমী । সখি ! ই চুবা তোনার চুব মেলাগে মম রাতিপুরা
উলিয়াই দিম ।

জয়ন্তী । নহয় মম দিও । তেহে মোর মনত তৃপ্তি জন্মিব ।

নবমী । কি বুলিনো তাত খুজি খাবা গই ।

জয়ন্তী । বোলোঁ আমই ! মম খাবলৈ বহিছিজো এনেতে
ওপরর পরা এটা জেঠীয়ে মুতি দিলে । বিকচিনা
লাগিল । যাবও নোয়ারিলোঁ তোকো আছে !
আপুনি দিব । তোমোলাক থাকা । খাই বই ময়
ঘরত শুম গই ।

নবমী । নহর সখি ! তোমার আজি ইয়াত শুব লাগিব ।
জযন্তী । হুয় তোমোলাকে ঘীউ মৌ খোবা ময় ইয়াতে
আঙ্গুলি চুছি থাকেঁ ।

রাম । তেনে হলে বৌ তুমি তাত খাই আহাগই ময় যাম ।
জযন্তী । বাক ! পিছে যি হুয় হব এতিয়া বঁহা ময় খাঁও গই ।

[জযন্তীর প্রস্থান ।

রাম । প্রিয়ে শোয়াংগই যোয়া ! ভামিয়াইছা দেখোন ।
টোপনীয়ে ছোকাইছেনে কি ? অইন দিনা দেখোন
ইমান বাতি নোশোয়া ।

নবমী । টোপনী তেও ভঁামি হে ! * * * * *

রাম । প্রিয়ে ! সখিযেব সেই খাই বই উঠি আইর লগত সাধু
কথা শুনিছে । ময় এতিয়া যাঁও । তোমোলাক শোয়া
সখিযের ইয়াত নুশলে লোকে বেয়া বুলিব ।

নবমী । কি আরু বুলিব ? ময় সখিক মাতি আনি একে
লগে শোঁও ।

[ইতি নিষ্কান্তাঃ

পঞ্চম দর্শন ।

কুলনী সরোবরর ঘাট ।

‘সোণাফুলী আৰু মঙ্গলুর প্রবেশ ।

মঙ্গলু । আজি মেপাইছোঁ ? এতিয়া কি চেলাবা ?

সোণাফুলী । পরিমরা নহু যোয়া । কিবা হল এই টোব ?

মঙ্গলু । বাক ! কচোন তর কাক দরব করিবলৈ সয়ঙ্গীক কইছ ?

সোণাফুলী । তোব বাণেরর মুখত—দ্রিষক বহি কি কণ্ঠ ।

মঙ্গলু । নহয় নাটেখুবী কোয়া, মোবে শপত কোয়া ।

সোণাফুলী । হেব কি কম ?

মঙ্গলু । কাকনো দরব করিব খুজিছ ?

সোণাফুলী । কোনেনো কইছে । স্যস্ত্রীয়ে কব পাবিব নে
তাই এই দরে মিচা কথা কই মিচা ফাকটা করি খাই
ফুবে । তাই শপত খাই কব পাবিব নে ?

মঙ্গলু । তাই মোর শপত খাই কইছে ।

সোণাফুলী । তোর ঘেনে শুদিবর ঠাট তাইরো তেনে কবর
ঠাট । তোর কিবা চলেনো তাইর কি হব ?

মঙ্গলু । নহয় তাই ভাল মানুহ । . . .

সোণাফুলী । হওক দিয়া মম দরব কবিছোঁ । কিনো হল ?

মঙ্গলু । আবে কোয়া কথানো নহবনে ?

সোণাফুলী । তয যেতিয়া যম পুরীল বাবি তেতিয়া হব ।

মঙ্গলু । মম গলে হল কি নহল । এবার আমাক অনুগ্রহ করিবা ?

সোণাফুলী । যমে কবিব না ।

মঙ্গলু । তোমাব অনুগ্রহ আরু নিগ্রহ ইয়াতে মোর যম আছে ।

সোণাফুলী । আরু ঢেলাব মেলাগে দিয়া । মম যাও
সাঁজ লাগিল ।

মঙ্গলু । সাঁজ লগাততো ভাল হইছে । লাগক দে । আই !

সোণাফুলী । তোঁর চণ্ডোও পুকষব মুখত—মম নায়াও ।

মঙ্গলু । অঃ তয দের্থো বব সাহ পাই গলি । বঃ কোন
বাণেরেনো রাখে । কোন ভাল মানুহব খুভেরেনো
এতিয়া রাখে । মিইতক মরম নকর ? রাখকহি মাত !
মম আকো ভালক এতি কঁও সন্ধ্যা লাগিছে । এই
আকো গালি পাবে ।

সোণাফুলী । তাকে নকঅ কিয় । তয় দের্থো আকো বিগতি কর ।

মঙ্গলু । তুমি মোক' উদ্ধার করা । আজি যদি মকর
তেস্তু চাবি ?

সোণাফুলী । কিবা চাম । যেখেলাব কানিব পানিরে বাণেব
মারর তর্পণ কবিবি মে কি ?

মঙ্গলু । অঃ দেখেঁ। বব সাহ পাই গলি । বাক দিয়মে
নিদিষ পারোঁনে মোয়ারোঁ চাঁও (বলাৎকারোদ্যোগ)

সোণাফুলী । ওঁ বাই ! ধর ! ওঁ আই ! ধর ! মোক খাই ওঁ !
নেপথ্যরপবা । সোণাফুলী চাইছেঁ। ভব মেখাবি ।

মঙ্গলু ! 'ভাল সারিলি যা আজি । পাম যা দিম কালু আছে ।

[ইতি প্রস্থান ।

সোণাফুলী । ভাল বক্ষা পড়িলোঁ আজি বুপাই ! এই মন্ত
যোয়াই দেখোঁ সর্কনাণ করিব খুজিছিল । গিরিহতর
আগত কই দিওঁ বঃ ! হব তমেই থাক নহব মমেই
থাকোঁ । বাক যা ।

[ইতি প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ।



পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দর্শন ।

শিবকান্তর বাসী ।

উর্ধ্বশী, জয়ন্তী আৰু ফুলেশ্বরীৰ প্ৰবেশ ।

উর্ধ্বশী । আহই ! লগক এতিয়া আগতকৈ একেৰি বান্ধ
'যেন দেখিছোঁ ।

ফুলেশ্বরী । আশীৰ্বাদ কৰা আই ! যমৰ আগত কবলৈ
সেই ফেৰাই জীয়াই থাক'ক' । 'উহতে বহু ময় সখি-
য়েৱক নাতি দিও তাই শুইছে ।

[ফুলেশ্বরীৰ প্ৰস্থান ।

উর্ধ্বশী । লগ ! শুনিছানে মানুহে দেখে কিবা গলা গোপা
কৰে । সবনী লগে হ'ল আজি ৪ মাহ মান গা
ধোৱা নাই ?

জয়ন্তী । (মনে মনে) সৰ্কনাশ ! এতিয়াহে ! (স্পষ্টকৈ)
সচাঁনে ? এতিয়া যেনেহে মানুহ খিৰালত ক'ব হেন
হে মনে ধৰে । আৰু তাইৰ আগেয়ে সৰহকৈ গা
গাইছিল' । এতিয়া সেইটো কনিছে । তাতে ছুৱাৰ
এবাৰ খঁতিৰা লৱিলেও লৱিব পাৰে ।

উর্ধ্বশী । নহয় লগ মাথৰ বিহুৰ দিনা চাইছিলোঁ । বুকত
কলা শীৰ উঠিছে । পীৰাহৰ আগ কলা পৰিছে আৰু
'আইন আইন ভালে মান চিন পাইছোঁ । গোঁসাইও
গাঁও কুৰীবলৈ আহিবৰ সময় হৈছে ! কি হয় কি
নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ ।

শিবকান্তর প্রবেশ ।

অমন্তী । তাঁই আহিছে । সখি ! বাঁও বলা ।

উর্ধ্বশী । বাক বলা ।

শিব । আইটী ইত যা দেখোঁ !

উত্তবে । আকোঁ আহিন্ । সখি শুইছে ।

[ইতি প্রস্থান ।

শিব । আইটীব মাক এই পিনে আঁই চোন ।

লেপথার পরা । গইছে ।

ফুলেশ্বরীর প্রবেশ ।

শিব । সর্জনশ ! 'কি 'কথা হল দেখোঁ ।

ফুলে । কিনো ?

শিব । সবমীষে ছলু আজি ৪ মাহ মান গা দোষা নাই ।
নারায়ণর ঘইনিমেক আরু ঈশমেকে একেনারে গাঁওত
খলক লগাই দিছে । তুনি জানো শুনা নাই ? তাতে
গোঁসাই আহিবর সময় হইছে ।

ফুলে । কি কথ ?

শিব । তুমি দেখা শুনা, জানা নাইনে ?

ফুলে । বলিয়া হলো নে কি ?

শিব । আইটীনো কত আছে ?

ফুলে । শুই আছে ।

শিব । ধরটক এই ছলতে চাই আঁই গই ঘোষা ।

ফুলে । সর্জনশিবে খালেছে, এই পিনে ।

[ইতি প্রস্থান ।

শিব । (অগত) খালেছে ! কেনেকেইনো লরা মানুহ এই গাতক
কালত থাকিব ? তেও যদি ইটো মল হইতেন সিও

এটা কথা আছিল । এনেকেই কার ঘরতনো নাই ।
শত্রুবে প্রকাশ নকরা হলে হওকেই চোন তার
উপায় পালোঁ ইতেন । এনেতহে সৰ্বনাশ !

ফুলেশ্বীরর প্রবেশ ।

শিব । কি দেখিলা ?

ফুলে । হয় বাকলি সটা । সম্পূর্ণ লক্ষণ । কোনে নো
কেনেকেই কি করিলে একো কদ মোঘারৌ ।

শিব । মর মুনিহ মানুষ অইন কার্যাত ব্যস্ত থাকৌ । তুমি
ঘরব ঘইনি হই এই বোরর বুজ মোলোঁযো । বিশেষ
ই এদিনর কথা নহয় । অনেক দিনর পরা সংঘটন
নহলে কেতিয়াও হব মোঘারে ।

ফুলে । মরনো কেনেকেই জানিম ? মর জানোতাইর সবীবাহে ।
পিছত নাহে নাহে গাটা অলপ ভাল হই আছিল ।
ইটো হইছে যে সিটো হল কোনে জানে ।

শিব । আতি কুল মান্ন মর্যাদা সকলো দেখৌ এতিয়া বাধ ।

ফুলে । কিনো করিব দিবা ? কেনেকেই নো থাকিব লরা
মানুষ । কোমোবাই সইতে কিবা করিলে হবলা ?
এমে দেশত যেন বিধবা চোবালীর মাক বাপেক
কোনো নহর । রাম ! রাম !

শিব । গোঁসাই আছিবির সময় হইছে । এই পুর্নিমা মান্টল
পাবছি । হেরি করিব পারিলে ভাল হব কোনেও
নেজামেনে ?

ফুলে । সরস্রীবুলি এঅনি আছে তাই এই বিলাক করে ।

শিব । বাক মতোবা যিলাগে তাকে দিম । গোঁসাই আহার
পূর্বে হলে ভাল । মর এই গিনে বড়াউকর
তরপর আটৌ ।

[ইতি প্রস্থান ।

ফুলে । (শব্দ) মর ডেডাই কও বোলোঁ কিবা এটা হব ।
 আইন এবিষ নকরিলে মর । কলিকতাত হুন্
 কোলোবা ঈশ্বর বিদ্যাসাগরে কিবা এবিষ মত
 উলিয়াইছে, আর তাক দেখি হুন্ আমার ইয়াতে
 কোনো কোনো মানুষে সেই মত চলাবল মতন
 করিছে । তাকে করা হলেনো এনে কেলেই
 হব ! হাঁর হাঁর ! কপাল ! হের পেলনী ! আইটীক
 এই পিনে 'মাতি আন চোন কিমান শোরে । এই
 জলা জুই জুরা লই যেদিবা যোর পুরি মরিব
 লগিরাহে হল ।

পেলনী আক নবমীর প্রবেশ ।

ফুলে । আইটী এই পিনে আহ চোন ।

নবমী । আই কি ?

ফুলে । তর চোন একে বারে খালি ?

নবমী । কি আই ? যোর শপত কহোন আই ?

ফুলে । (মনে মনে) আই অ ! লরা মানুষ যে লরা
 মানুষ এই খিনি দিনে একো বুজাকে নাই (স্পষ্টকৈ)
 চাঁও যোর ওচরটল আহচোন । (নবমীর নিকটে
 আগমন এবং ফুলেশ্বরী নবমীর হৃদয়স্থ শীরাদি দর্শন)

ফুলে । মর কি চাইটোঁ তর বুজিছনে ? নবমী ।

নবমী । অলপ গা ধরিছে দেখি মরমতে চাইছ ।

পেলনী । কেনে দেখোঁ আই একেবারে ব্রহ্মটোলোন দারিলি ।
 অঃঅঃ কি সত্তেরেনো এতিরা আইনএটা করা যাব । আই
 অ ! এতিরা দানে চাগে পাঁচ দাহ দানত সোদাল ।

নবমী । মোরে শপত আই ক ? মর একো বুজিবকে পরা
 নাই । উহতেনো কি কইছ ? যোর আগতকৈ
 গাতিত অলপ জিহই কিছ আই ! সর্বদাই শুই

ধাক্কিবর মন যার । একোকে করিবর ইচ্ছা নাই ।
আরু ন ম বস্তু ধাবর ইচ্ছা হয় আরু ধাবলৈ গলেও
ইচ্ছা নোহোয়া হয় । অঃ আই ! সীকর আহেলে ?
মোর বর ধাবর মন গইছে ।

ফুলে । আই ! মোরে শপত সঁচাকৈ কবি দেই । তর আজি
কেইনাহ মান গা ধোয়া নাই ? (সরনী ইঙ্গিত
বুলিব পারি লজ্জার অধোমুখী) বারি মানুহ দেখি
মরো মন নকরিছিলোঁ । ওপরন্ত এটা থাকিলেহে
সর্বদাই মন হয় ।

পেলনী । আই ! মোরে শপত ক তার এটা বিহিত করা
যাব । এনেনো কার নহয়, সকলোরে হয় দে ।
(সবদীর ক্রন্দন)

ফুলে । তাইকনো আরু কি বুলিব হয় আরু ! পেলনী !
সরঞ্জীক মাতি আন । গোপনে মাতিবি যেন কতো
প্রকাশ নহয় ।

[পেলনীর প্রস্থান ।

ফুলে । আই ! তবও যা শুই থাক গই ! যি হবর হল ।
আইওঁ দেখি ! মোর আরে চাগেই পেটত এষ্ট
রত্ন বরিছে । তাক মর নষ্ট করিবলৈহে দিব লগিয়া
হলোঁ । হাঁ, কঁপাল ! আই বা যি হবর হল ।
কারো ঘরলৈ কেই দিল মান কুরিবলৈ নেবাৰি
ঘরতে শুই বহি থাকিবি । মানুহ আহিলে আগতো
ওলাক সেলাগে । সবিরের হঁতে সট্টতে ঘরর
ভিতরতে উমলিবি । সিহতে যদি কিবা শোধে
একো মেমাতিবি ।

[ফুলেশ্বরীর প্রস্থান ।

নবনী । (অগত) গুপ্ত প্রেমর এই শেষ দশা । প্রথমত
 স্বভাবর শক্তি অতিক্রম করিব নোয়ারিলোঁ । এতিয়া
 আকোঁ সেই হল । হা অগামীশ্বর ! মোরনো
 কণীলত কি লেখিছা । নোয়ারা নহলেই যে এইটো
 হয় সব পূর্বে মেজানিছিলোঁ । সব আজি পাঁচ মাত
 নোয়ারা ছোরা নাই গটা । আহিন মহিবা কোআ-
 গরর দিবা নোয়ারা হইছিলোঁ । সখিউক খেল
 খেদিবলৈ স্রহাত খেদিবলৈ নোয়ারিলোঁ । কোম
 লাভেরেনো মানুহর আগত কম ? ভালোতোহে
 কালি আহি পাই এই মোর বুকর কলানীর দেখি
 তেঁও ছয়ুনিয়াছ কুটি তেনেই শুই থাকিল । জয়ন্তী
 সখিবে বা জানিছে নাই ? কি করিম ! কি নকবিম !
 বিবুদ্ধি হলোঁ । সবস্রোকে মাতিবলৈ পঠাইছে ।
 বাঃ যি থাকে কণীলত সেয়ে হয় । মর হতভাগিনীর
 লগত মোর পিতৃ মাতৃ প্রাণর সখি আরু তেঁওর
 যে সর্বনাশ হল ইহে শোকব কথা । এইটোহে
 নহরো মানে মনত থাকিব ।

[ইতি প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দর্শন ।

রাজআলী ।

মতো আক সিদ্ধরামর প্রবেশ ।

সীহরাম । কাকা কিয়া আহলি এই ?

মতো । কি শোধাহ ! বাপুফে ! মোর কণীলর কথা । এটা
 মকাতামা করবা আহছোঁ ।

সীহ । কিনো ঘট ?

মতো । পুতুখা চব্বী এই বার গেই আর সর্বনাশ কর' ঘট

আমার চেঁচা মানুষ আর থাকার যোগ্যই শুভিল ।
পুতখা শুভেচীরপে গেই সিকী আধলী করি মাগান
কচি । নেদিলি আর রক্ষা মাই । এই পুহ মাঘ
মেহিয়া রাতি পানীত পোলেই কুম্ভাত মারি গওএই
তাঁব বাপাকার— । পুতখা ১ ঘবর তিরী চলি আদি
করি শান্তি কবেই । ময় এই পাঁক ঘবর গিনি আসা
এরিদি আহুঁহোঁ । পুতখা গি করে করক । এখান
দরক দিবা লাগেই । বাপা আতেইনো কৌন ভাল
উকোল আছেই জানাহ না ।

সীহ । এমাই কচিনা ? মোক সি মত্তর বিত্তলু কচিনে । তাঁত
খাকি হে আহুঁহোঁ । চ দুইগ একেই লগেই খাকি
বুধির চিপা উকীলক ধরি কেলাপটরীত এখান, কৌদারীত
এখান, দেওনীত এখান, বব সাহবর তত এখান দরক
দেও দে । পুতখায় যেন পুতীকে লাগে । মাল্লাক
বাপা পুতখার পুতাক চবরি খালাক । আহনি
যেহনি করাওতে হেঁকা ওলাল ।

দত্তো । তেঁহতক নো কি করবি । তেঁহতে আমলা আর
উকীল হঁতক তেঁগে দি মকত্তামাত জিকুবো ।

সীহ । নরেই দে । আমার সাহাব ভাল । নাজনাহনা
এঁই পাঁক সাহাব মফসলক যাওঁতে কেনেই চিকানে
মকত্তমা শুনছিল । রায়াক এও সাহাবে বর
মরম করেই ।

দত্তো । যাও চল—

(বাসন্তীভাণ্ড)

সীহ । শুভচাহ না কালা । এঁই ঠাইক গঁহে আহিছি ।

দত্তো । কত নো ?

সীহ । নুশনাহনা সেঁই গাইন বাইন গাইছি । হেহ সাজ-

তোলা কেনেই তেন দারি আহবা লাগছি । তার
লগতে যাও দে ।

সাজতোলা, নারায়ণ আৰু অইন অইন শিষ্য শ্রমিষ্য
ডোম ডাইনী আৰু দৰ্শক সকলৰ প্ৰবেশ ।
(তদ্বধ্যে দতো এবং সীহ্ৰাম দিত)

সাজতোলা । (নামঘর পাই চতুৰ্দ্ধিকে দৃষ্টি করি ধোঁজর
উপরত ধোঁজ দি) অধিকারী গোঁসাই আহিব
লাগিছে । ডোম ডাইনী শিষ্য শ্রমিষ্য এটাই নিজম
দি খেলে খেলে বহ । আর কার কত কি দিব ধবর
আছে যতনাই ধ । অইন মানুহ বিলাক একলিয়া
হই আঁঠু কাড়ি থাক । (গোঁসাইক দৃষ্টি করি) হের !
গোঁসাই আহিব লাগিছে সকলোরে সাবধান থাক ।
হের আছি পাঁলেছি । সকলোরে হরিধনী দে ।

সকলোথে । অর কুক বুলি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,—
আরু বাঁরে হরিবোল হরিবোল, হরিবোল ।

তীরোতা সকলোরে । অর রাম বোলা । অর হরি বোলা । অর
হরি বোলা । অর রাম বোলা ।

(তিরোতা বিলাকে উকলী আৰু খোল করতাল
ইত্যাদি বাদ্যতত্ত)

নামঘরত গোঁসাই এবং ভকত সকলৰ প্ৰবেশ ।

খাটনিয়ার । এঁছু অগদাধ ! সকলোরে এঁছুর হুখানি চরণ
সেবা করিছে ।

মহাজন । খাটনিয়ার এটাইকে কোরা যার যত শরণ ভজন
হবর আছে পশুই হব । যার যি দিবর আছে তাক
বর আঁলধরাক লব দিয়া । আরু দার টার যার যি
আছে আনিব দিয়া ।

খাটনি । তাল ঐতু ঈশ্বর ছুখানি চরণে যি আঁজা করিছে ।
 হের ! সকলোরে শুনিবি । ছুখানি চরণে আঁজা
 শুনার দিছে বোলে যার যত শরণ ভজন হবর আছে
 সি পশুই দিবা হব । যার যত দিব ধব লগিলা
 আছে তাক বর আলধরার হাতত গড়াই দিবা ।
 বর আলধরা ! যোরা লোয়া গই । (বর আলধরার
 প্রস্থান) আর যার যত দাব টাব আছে তাক
 আজিয়ে ভাগিব লাগে ।

সাজ । আতে ! খাটনিয়ার আতে ! ছুখানি চরণত
 জনাওক, সকলো খেলকে ছুখানি 'চরণে কুণলে
 রাখিছে । আজি ঘেঘে পাউসি খউনি আনিছে
 তাক আলধরাই লব । আর কেই খন মাম খেলর
 মানুহে একো দিয়াও নাই ধোয়াও নাই । ঐতুর
 কথা কই বন্দীর আঁজা শুমালো তেও সিইতে
 নেমানিলে নয় কি করিব ।

মহা । তেন্তে নিদিয়া সকলকে নীতিমতে দণ্ড করা
 (মানা প্রকার দণ্ড)

সীহ । (একলিয়া হই) কাকা ! দেখছাছনা । চধরী হলি
 দকস দি সারবা পারি । আৎসেঁ পুংখা আকো
 দিহা নাই ।

মতো । (ভদ্রপ) তাকেই তো ।

সাজ । আতে ! ছুখানি চরণত জনাওক । রঘু বুলিবর
 ডোবে রহমতী বুলিবর ডুয়নীত চোর পরিছে । বন্দীরে
 বিধিমতে ঘাটপানী এলাগ করিছোঁ এতিরা যি আঁজাছয় ।

মহা । খাটনিয়ার ! গোচর বিলাক তুমি শোনা ।

খাটনিয়ার । ঐতু ঈশ্বর—। হের রহমতী ! সাজ তোলাই
 যি কথা কইছে সঁচানে ?

রহ । আতে ! সাজতোলাই যি কইছে তাতে থাকি যদি
 ছুখানি চরণে বেটীক কাটে কাটাব পারে । বেটী
 বোলোঁতেই পৌঁধ নোহোয়া তিরোতা । অগ্রেণ্ ।
 কিন্তু সাজতোলার কথা সঁচা নহয় ।

খাটনি । তেস্তে ছুখানী কচোন ?

রহ । আতে ! সাজতোলা আতাইয়ে এদিন সাজবেলিয়া
 বেটীর ঘরলৈ গই থাকিব খুজিছিল । বেটীবে মান্তি
 নোহোয়াত এনে করিচে । আর বেটীবে ছুখানি
 চরণলৈ আটোটা কানী, ছটকা রূপ, এটা পান, ৮
 পোন, তাংগাল সিহেঁ । ডাকো দেখেঁ এটাইযেয়ে
 বস্ত দিয়াফ কুশলিলোঁ ।

খাটনি । তর শপত খাব পাবনে ?

রহ । বেটীবে এতিয়াই বেটীর ছুখানি চরণত যবি শপত
 খাব পারোঁ ।

খাটনি । বাক তব থাক । হের ডোম কচোন ?

রহু । কি কম খাটনিয়ার ?

খাটনি । অঃ কটা ! এনে সাহ ! হের ইয়াক ধরি একুরী
 চমটা মার । (গ্রহাৰ্)

রহু । কিবা জনাইছে মোত আতে ?

খাটনি । কটা ডোমর কথাই সেই । কচোন কি লাম ?

রহু । আতে ! বন্দী বোলোঁতে ডোম ! অগ্রেণ্ । সাজতো-
 লার মিচা কথা কইছে । বন্দীয়ে শপত খাব পারোঁ ।

খাটনি । সাজতোলার গোচর লিছে হব এতিয়া । নারায়ণর
 কথা শুনো । কোয়া চোন ?

নারায়ণ । কি কম ? শিবকান্তর বীরি জীরেক জলিয়ে আজি
 পাঁচ'মাহ মান গা ধোয়া নাই ।

খাটনি । কোনে জানে ?

নারায়ণ । সবস্বত্রীক হেরি করিবটল মাতিছিল । তাই জানে
আরু আমার ঘইনিবে জানে ।

খাটনি । (মনে মনে) মম সিবলী কর সাধিবটল আহাত
মকরিবর চকরী করিছিলি । (প্রকাশ্যে) বাক পাঁচনি
যোবা । সরস্বতী আরু এওঁর ঘইনিবেক দুইকো ইরাতল
লই আহা । নামিলে ভাল নেপাযা ।

[পাঁচনীর প্রস্থান ।

নারায়ণ । (মনে মনে) অপরর অপকার করিলে আপোনার
অপকার হয় সঁচা ।

সরস্বতী আকু শিবাব সহিত পাঁচনীর পুনঃ প্রবেশ ।

খাটনি । হেব মাপুহ দুগনি ! শিবকাস্তব জিবেকর কথা
কি জান কচোন ?

সরস্বতী । হব আভে ! মোক হেবি করিবটল শিবকাস্তব
ঘইনিবেকে মাতিছিল । মম চাই আহিহেঁ । পাঁচ
মাহমান হইছে ।

শিবা । হব আভে ! মম আইম লক্ষণ দেখিহেঁ ।

খাটনি । কোন নো চোর কোনোবাই কব পবা ইকনে ?
(সকলোঘে নিতক্স)

খাটনি । কোনেও নোবারিলে বাক ।

মহা । তেনে হলে শিবকাস্তর ঘরত চাট মারা । তার ঘাট
পানী এলাগ । পাঁচশ টকা দিলেহে দায ভাগিব ।

সীত । (একলিখা হই) কাকা আকু টাকা দিলি হবো পাণ
খণ্ডিব ৩ পুংখা সকলোভেই টকাহি ।

দত্তো । (একলিখা হই) এখান টকার হে দিন ইতি দে ।

মহা । এতিয়া বাহরটল ঘোরা যাওক কাইটল আকোঁ ইহা যাব ।

[ইতি নিতুস্তাঃ ।

তৃতীয় দর্শন ।

নবমীর শরদাগার ।

নবমীর প্রবেশ ।

নবমী । (একাকিনী) এই হতভাগিনীর আর কি হবর আছে ?
গোঁসাইয়ে আছি চাট মারি গইছে ! যি পিতৃ মাতৃরে
অন্য দিলে, লালন পালন করি মানুহ করিলে সেই
পিতৃ মাতৃয়ে মোর পরা সুখ পোয়া ভুঁইয়ে থাওক
'কষ্টেহে কষ্ট পাইছে । প্রথমে যাত বিবা দিছিল
তেঁওর মৃত্যুর জন্য মোর যি ক্রেশ তার কষ্ট, স্বভাবর
সক্তি অতিক্রমণ করিব নোয়ারি মর করা কর্ম্মর কষ্ট,
লোকত লজ্জা ভয় আরু অপমান । আছা ! মোর
নিমিত্ত পিতৃ মাতৃর ক্রেশর সীমা নোহোয়া হল ।
আরু যার যত্ন পরিশ্রম আরু বুদ্ধি পরামর্শ নহলে
মোর ইমান/দিস জীরাই থকাই নহল ইঁতেন ডেনে
প্রাণর সখীর লজ্জা অপমান আরু ক্রেশ । আরু
মোর গর্ভত থকা সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হয় তার
লজ্জা, অপমান আরু ক্রেশর কারণ মর ! এনেত
মোর জীবন কি আবশ্যক ? মরিলেনো এই সকল
কলঙ্কর পরা মুক্ত হবনে ? নহর । চন্দ্রদিবাকর থাকে
মানে এই কথা থাকিব । আছা ! মোতকৈনো
হতভাগিনী আরু কোম আছে । এতেকে মোর মৃত্যুই
ভাল । রঃ ! মরনো মরোঁ কির ? ওপরত যি সকল
কারণ কইছোঁ তার জন্য । তারনো কারণ কি ? আছা !
মোর 'ঐবধ্য দশা । মরই যদি বিধবা নহ্ম এনে হব
কিম ? মরতো এই প্রাণ নাথে সইতে সংঘর্ষন হবর
পর বিধবা নহঁও । কিরনো তেওর পরা বিবাহর যি

মুখ্য অভিপ্রায় সেই সিদ্ধি হইছে । তেঁও এনে
 হল কিয় ? আহা ! দারুন দেশাচার ! হা দেশাচার !
 তোর এনে পরাক্রম ! তর মোর মিচিনা কিমান হত-
 ভাগিনী আরু তাঁহাতর জাতি পরিজন বন্ধুবর্গর লজ্জা
 অপমান আরু ক্রেশর কারণ হইছে । মর কেতিয়াও
 কুর্কর্য করা নাই । জগদীশ্বর সাফী ! এই জনতে মর
 প্রথমে বিবাহ করোয়া জনর দরে প্রাণ মর সমর্পণ
 করি দিহোঁ । তেঁও বিনে মোর অন্য আরু কোনো
 ভাবনা নাই । তেঁওয়েই সকলো । বিবাহর প্রধাম
 'যি তাৎপর্য সেইটী ইয়াত হে ঘটিল প্রথমটীত ন
 ঘটিল । মোক অসতী বুলিব । ঈশ্বরে জানে মর যদি
 পতিব্রতা হই থকা নাই । ঈশ্বরে ইয়ার যত্ননা দিব ।
 সাজ্জতো বিশেষ বিধি আছে, এনে অবস্থাত আমার
 স্বামী লব পাই । তথাপি যে এনে হইছে ই কোন দারুণ
 দেশাচার ! 'যি দেশত এনে দেশাচার তাত যেন মানুষ
 জন্ম নধরে । জন্ম হলেও যেন তিরোতা নহর ।
 তিরোতা হলেও যেন বিধবা নহর । বিধবা হলেও
 যেন প্রথম অবস্থাত নহর । মর ইমান ক্রেশর ভাগী
 হলোঁ । (গর্তস্থ সন্তানর প্রতি) হে জিব ! তুমি মোর
 উদরত উৎপত্তি হই সংসার নেদেখিলাই ? কিমান
 মানুষে সন্তানর জন্য যাগ যজ্ঞ তপ জপ করিছে,
 মর সেই সন্তান ধর্মতঃ আরু ন্যায় পক্ষে পাইও
 নষ্ট করিব লগিরা হলোঁ । আহা ! দেশাচারর কেনে
 দারুণ শাসন ! হে গর্তস্থ সন্তান ! তুমি মোর ইয়ার্টেল
 জাহি কেবল জঠর যত্ননা হে পালা । সেই যত্ননা
 'অধিক কাল ভোগ করিব' দেলাগে । আরু জন্ম হলে
 তুমি সংসারত এনে দেশাচার রজার দারুণ শাসনত

সুখে থাকিব নোবারা । এতেকে মম তোমার গৰ্ব্ব-
 খারিণী হই এই মানহে করিব পারোঁ। যে মম
 স্বয়ং মৃত্যু হই তোমাক যন্ত্রনার পরা নীত্রে
 মুক্ত করোঁ। তেহে তুমি শীত্র আকোঁ আইন
 এগাইত জন্ম লই সুখ ভোগ কবিব পারিবা। হে
 ধর্ম ! তুমি সাক্ষী মম কেতিয়াও ব্যক্তিগারিণী নহব ।
 এঁওত বাজে যদি মম আইন কাতো মন দিহোঁ।
 তেঁন্তে মোক বিহিত সান্তি দিবা। মম যে এতিয়া
 মরিবটল ওলাইহোঁ। তারো তুমি সাক্ষী—মোর এই
 জীবনর, বায় নাই। কি উপায়েনো মরোঁ ? রঃ !
 প্রাণনাথে প্রণম সম্ভাষণর দিমা যি কটোরি খন দিছিল
 সেই খনেই মোর মৃত্যুরও কারণ হওক। হে অত্ম !
 মম যে তেঁওক বাজে অন্যক কেতিয়াও মন দিবা
 নাই, ইয়ার তুমি সাক্ষী দিবা। হে অত্ম ! মোর
 প্রাণটা দিবা—(এই বুলি ডিল্লীত এক রেপ দিযাত
 এটা টেটু কাটিল)—হা। এইপর্যন্ত এই প্রাণ গোরা
 নাই। দাকণ দেশাচারর শাসনত এই পুণ্য ভূমি
 একেবারে মোর নিচিনা কিমান তিরোতার গৰ্ব্বস্থ
 সম্ভান আরু মানুহর তেজেরে ডল যাব লাগিছে।
 সেই দেখিছে এই দেশত অন্য প্রকার সকলো সুখর
 কারণ থকাতো যিমান দিনটলকে ‘মোর নিচিনা
 দ্বিতীয় পতিবরণ স্থগিত বুলিব, তিমান দিনটলকে
 এই দেশত সুখ নহব। হে প্রাণনাথ ! মম তোমাত
 বাজে কাতো মন দিবা নাই। তখারিঁ মোর এনে
 দুর্দশা। এতেকে এই জীবনত সকাম নাই—সকাম নাই-
 সকাম নাই—(এই বুলি ভালকৈ রেপা মরাত আরু
 অধিক তেজ মোরাত থাকি চাঁসকরে বিছনাত পরিল)—

জয়ন্তীর প্রবেশ ।

জয়ন্তী । সখি ! কি করিছা ?

নবনী । সখি ! অপবোধ কমা করা । মম ডিঙ্গীত কটোরি
দিলে ! ! আরু অলপতে মরিয় । মোব জীবনত
আরু কায নাই ।

জয়ন্তী । ও সখি ! ও আই ! ও আমই ! ও বাই ! ও
তাওই ! ও সখি ! মোক এলি করল গেয়া ।

নবনী । দেওরেরত মোর সেবা জনাবা মম তেঁওঁত বাজে
কাতো মন দিয়া নাই । মোর জন্য তেঁওঁর অপমান
হব । সেই দোষ যেন মার্জনা করে আরু যেন
মেপাহরে ।

শিবকান্ত, ফুলেশ্বরী, পেলনী এবং অন্যান্য

গৃহ পরিজনর প্রবেশ ।

নবনী । পিতাদেউ ! মোক কমা করা ! আই ! মোক কমা
করা ! বাই মোক কমা কবা ! মোক মেপাহরিবা ।
মম ভোমোলাকর সকলোরে অশুখর কারণ । সেই
দেখি মম এই জীবন পরিত্যাগ করিলে । মোর
নিমিত্তে আরু ভোমোলাকর ক্লেশ পাব মেলাগিব ।
আই ! মোর মাতিবর সক্তি আরু নাই । হে রাম !
রাম ! রাম ! রা—ম—ম—(মৃত্যু)

(সকলোঁরে ক্রন্দন)

[জয়ন্তী (কান্দি কান্দি) প্রস্থান ।

শিব । * আমার কঁপালত যি আঁছিল সেই হল ! কান্দিলে
কি হব ! তাইক বা দোষ দিলে কি হব । ই আমার

কর্ম দোষ আর দেশের দোষ । এতিয়া এই শবটোর
সংকারের এটা উপায় করা যাওক ।
ফুলে । ও দোর আইটী ! হাঁ কপাল—

[ইতি নিদ্ৰাস্তাঃ ।



চতুর্থ দর্শন ।

হরনাথর বাসী ।

রামচন্দ্রের শয়নাগার ।

রামচন্দ্র আর নিগদতির প্রবেশ ।

রামচন্দ্র । হের নিগদতি ! বোঁউকর কালে ছুঁয়া করা শুনিছে।
দেখো । যাচোন এবার বুজ লই আহগই ।

[নিগদতির প্রস্থান ।

রাম । তত গর্ভ হোয়া গোঁসাইর তত রাষ্ট্র হোয়াত চাট
মারি গৈছে । কিবা হল, কিবা নহল ।

নিগদতির পুনঃ প্রবেশ ।

রাম । কি শুনিলি ?

নিগ । বোঁরার সখিরেক ডিঙ্গীত কটাগি দি মরিল । সেই
দেখি বোঁরাও কটাগি দি মরিল । তাতেছে ইমান
ছুঁয়া করা লাগিছে । আর ডেকার্দেও আপোনাক
বর আইরে মাতিছে ।

রাম । বাক হাঁও যা, তর আগ হই যা ।

[নিগদতির প্রস্থান ।

রাম । হে প্রাণেশ্বর ! তুমি মোক এগি গলা ! মোর নিমিত্তে
তোবার আর তোবার সখিরের আর তোমোলাকর

অমায়্য সকলর এনে দশা হল। মোর এই জীবনত
কাঁচ নাই। সব কেতিয়াও কুর্কর্ষ করা নাই! ধর্মে
জানেন। হে প্রাণপ্রিয়ের! মর যদি তোমাত বাজে
অইন কাতো বন মিহোঁ তেস্তে মোক ধর্মে শান্তি
দিব। মোর এই জীবনত কটুয় নাই।—(এই বুলি
জরি আনি চড়ীত জরি লগাই ডিক্কীত কাঁচি দি)—
হে ধর্ম! তুমি সাক্ষী!—এই দাকন দেশাচারর
শাসনত এনে হল। হে প্রিয়ে, সবনী! হা সবনী!
হে অগদীশ্বর! (মৃত্যু)——

[ইতি নিদ্ৰাস্তাঃ ।

পঞ্চম দর্শনঃ।

মহাজনর বাহর।

মহাজন আর তদগতি তকত আর কুলনাথ
পুজারীর প্রবেশ।

মহা। বাপু! তোমোলাকর ফালে রাতি বর ছা কবা
শুনিহিলোঁ আর রাতি পুয়া এই গিনে হুতু দারোগাও
গইছিল। কিমো?

কুল। এছু! কালি রাতি ছব দণ্ডমান ঘোষাত শিবকান্তর
জীরেক সবনী ডিক্কীত কটোরি দি মরিল। আর তার
পিছত আমার বর বাপার ঘইনিবেলো সেই মরে
মরিল। রাতি পুয়া আকোঁ হরনাথর পুতেক রামকো
গলত কাঁচি দি মরি থকা দেখা গল। তাতেহে
দারোগা আহিছিল। সিঁহত আপুনি মরা এমন
পার দারোগাই রিপোট লই গইছে।

মহা। কারোতো একো মছর? মর কালি শিবকান্তর দার
বুলিহিলোঁ, মোর আনো একো মছর?

কুল। এছু মছর পার।

মহা । বাপু ! কারেনো সইতে নবমীর সংঘটন হইছিল
কব পারানো ? ইয়ার কিবা জানানো ?

কুল । প্রভু ! বন্দীয়ে একো লেগানো । বোধ হয় রামচন্দ্রে
সইতে নবমীর লটমট আছিল । আর নব বাপার
ঘইনিযেকে তাক জামিছিল চাগেই । তাতেহে বরটেক
জমাঅনি হোয়াত তিনিও আশ্রযাতি হল ।

মহা । বাপু ! তুমি এই কবাটী কলা মোর মনে ধরিছে ।
মর্য আজি রাতি এটা স্বপ্ন দেখিছোঁ ।

কুল । প্রভু কওক চোন ? সংস্রপ্ন ।

মহা । মর যেন আনার মরত বহি আছোঁ । তাতে এটা
অতি বুড়াবামুন, গায়ে গতিয়ে চুটী চাপবটেক, আদ
ববসিষা বঙ্গালি বামুন এটা লগত লই আছি মোক
কলে বোলে, “গোঁসাই মোব গাত এই বিলাক
খোঁচ দেখা মাইনে ? তেও আকোঁ তুমি নকই এটা
খোঁচ মারিলা । মর ভালক প্রাত এই কালর মানুহর
ভালর নিমিত্তে সাধারণ রিধির বাহিরে এটা বিশেষ
মুক্তিসিদ্ধ বিধি দিলোঁ । অইনর হলে বিশেষ বিধি
মানে । মোর লোনো । মবেই সচাটেক এই কালর
বিধি দিয়া । চোবা চোন এই বোর মোর গাত
মি করিছে ? এই মানুহটীয়েহে মোর মি বিলাক গুণ-
বটল যতন করিছে । নবনী তোমোলাকে ভবার মরে
অসতী মছর । তাই পতিব্রত । নবনীয়ে সইতে
মার ইহা মাতা আছে সেই জন তাইর ধর্ম, প্রমাণ
স্বামী আর তাইর মধিরেকেও সংকর্য করিছে ” ।
তাতে মর কলোঁ বাপু আপুনিনো কোন মর মিচিনো ?
তেওঁ কলে বোলে “মর কুঁরলি করিছোঁ ” । এনেতে
রাতি পুরাল সার পালোঁ ।

কুল । এতু বন্দীয়ে ইয়ার অর্থ বুজিব নোরারিলা । এতু
শিবকান্তর দার ভাজক । তার সবই হইছে ।

মহা । বাক ! কথা শুনাই দিনা । এতিয়াহে জানিলে ।
নবমী সতী সাধী ? মম কি কুর্কর্য করিলে । মমেরই
ইহঁতব বধর ভাগি হলো । • প্রতো ! মোক মোব
মধবিবা । ঘেনে দেশাচার তেনে করিছো । আর
মবধীর মরে পতিব্রতা হলে হানি নাই । আইন
হলেহে বিধবা সমবা এটাইবে দেখ । আমি আর
এই গাঁওত নেথাকো । বাপু ! তিথীর সময়
এটাইকে সজ্জলে হানটেল করা । তেতিয়াই শরণ
ভজন দিয় । মোব আজি রুতিঃসম্বাদিক দেখিবরে
পরা মনত বর ভাবনা হইছে ।

কুল । মরোতো তাকে বোলো । এতু ! অষ্টম রূপে
কুর্কর্য করি অনেকক সর্কমাশ করাতকে পরাশরর বিশেষ
বিধি লোবা ভাল ।

[মহাজনের আঁক সজ্জ সকলর প্রস্থান ।

কুল । (সত্যানন্দ সকলক প্রতি) আপোনা সকলে শুদ্ধ মনে
বিচার করি চাওক । মম এতিয়া ঘবটেল দাঁড় ।
লরালরিতক পুজাটো করি কেইটা মান তাত যাও
গই । বর তোক লাগিছে ।—

পুজারির উক্তি ।

লোচারি ।

শুনিবাহা সত্যানন্দ অম,
ইহাক আসতা লমানিবা কদাচিত । •

এচক অরুর এটা চাই, সুনন্তরে ঘেন বার্জা পাই,
সেহি পটন্তর পাইবাহা আত নিশ্চিত ।

এনে দুর্ঘটনা ঠাই ঠাই, সর্ককালে নিমটে পোরা বাই,

তথাপি তো তাক দেখি মেদেখাছা কেনে ?
 সন্ন্যাসী এই ছুই প্রাণি, বিলিখা মনুষ্য হয় জানি,
 তথাপি তো কেনে ভিন্নতাব মনে মনে ॥
 যদি তাক জানা সত্য করি, পুরুষ হরিলে কেনে সারী,
 বিবাহর বিধি মেদাছা কমন করি ?
 বিধবা সারীর পতি সজ, ইন্দ্রের ইচ্ছা নোহে যদি,
 কামতাব তার সখাকিত অজ তরি ॥
 বি করিণে সিতো নোহে নাশ, স্বতাবর গতি অপ্রকাশ,
 সুযোগত হুই প্রকাশ অঙ্গু মতে ।
 কলি শাস্ত্র কৰ্ত্তা পরাশরে, কহিছে স্মৃতিত উক্তঃশ্বরে ॥
 বিধবা সারীর পতিরন্যো বিধিরতে ।
 হেনর শাস্ত্রক পরিহারি, মিছা আচারক সত্য করি,
 কিনো অনুগুত আচরিছা দৃঢ় করি ।
 দেশাচার যাক তাবি আছা, তার পরিবর্ত জানা সঁছা,
 তথাপি তো তাক ছিব বুলি আছা ধরি ॥
 জ্ঞানহতা ব্যক্তির মোখ, গুপ্ত প্রেমর অসন্তোষ,
 আরু নানা পাপ সকলো হইব নিঃশেষ ।
 প্রীতিত তুলনা তবে যদি, ইহাত নিদিয়া দৃঢ়মতি
 নিও কথা বোণ্য মহন্ত অতি বিশেষ ॥
 দেশাচার সঁচা বোরা সঁচি, পরমার্থ তত্ত্ব লোরা বাচি,
 শাস্ত্র যুক্তিমতে সদা করা আচরণ ।
 শাস্ত্র যুক্তিতেসে দিরা চিত্ত, গোষা হরি গুণ নাম গীত,
 সকল শাস্ত্রর এহিসে সার বচন ॥

[ইতি নিষ্কান্তাঃ ।

যবদিকা পতন ।

রামনবমী নাটক সম্পূর্ণ ।

